যে, ভ্রমে পড়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ব্যাপার। আমাদের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, দুষ্কর কর্ম্ম কি? তাহা হইলে আমরা কেবল ইহাই উত্তর করিব যে, পরের ভ্রম অম্লান বদনে মার্জ্জনা করিতে পারাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে আমরা মত দিতে পারিলাম না, আমাদিগের মতে "ভ্রম" অপেক্ষা সহজতর কার্য্য আছে। যথা মৃত্যু। সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম সজীব থাকা।

আমরা শ্রুত আছি যে, এক জন অত্যুন্নত ব্রাহ্ম, তাঁহার বৃদ্ধ মাতা ভরণ-পোষণ জন্য তাঁহার নিকট আগমন করাতে তিনি উত্তর করিলেন যে, তাঁহার মাতার ভরণপোষণের ভার তাঁহার পিতার প্রতি বর্ত্তে। তবে ১০ মাস গুদাম ভাড়ার অন্দরে কিঞ্চিৎ দাবী করিতে পারেন।

আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, ঢাকায় একটি স্ত্রীলোক ৩০ মাসে একটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন, সন্তানটি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার এবং দন্ত উঠিয়াছিল। এক্ষণে গুদামভাড়া কয় মাসের দিলে চুকিতে পারে। ১০ মাস কন্ট্রাক্টে ৩০ মাস অবস্থিতি, যদি উভয় পক্ষের মতে বলেন, তাহা হইলে দন্তের বিবয়টি কি করিবেন, ইহাতো কন্টাক্টে নাই।

আর একটি স্ত্রীলোক ১০ মাসে একটি মৃত সন্তান প্রসব করেন, তাহার ৬ মাস পরে আর একটি সন্তান প্রসব করেন। এস্থলে ৪ মাসের গুদাম-ভাড়া কাটা যাবে, না ১০ আর ৬এ ১৬ মাসের ভাড়া পাবেন? কিম্বা অনধিকার-প্রবেশ বলিয়া নালিশ চলিবে। আর অনেক স্ত্রীলোকে ১১ মাসে প্রসব করে, তাহারা ১০ মাস না ১১ মাসের ভাড়া পাইবে। হেণ্ডনোট, প্রমসরী নোট, বাটী ভাড়া "গ্রেস" হিসাবে ত্যাগ করিতে হইবেক, না ধরা যাইবেক।

ইংরেজেরা অস্মদ্দেশের সমস্ত বাণিজ্য নষ্ট করিয়া স্বদেশীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ফ্রিটেড্ ফ্রিট্রেড্ বলিয়া বম্বায়ের নূতন সূতার কলসমূহের শ্রাদ্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টায় আছেন। এক্ষণে রুশেরা এক প্রকার মদ বিলাতে আমদানি করিতে আরম্ভ করিতেছে, ইহা ইংরেজী মদ অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট ও সুলভ। সর্ব্বসাধারণ-চলিত ইংরেজী মদ উঠিয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। ইংরেজী বণিকেরা ইহার বেলা ফ্রিট্রেড শব্দটি একেবারে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন, যাহাতে

এই মদ সুলভ দরে বিক্রয় না হয় অর্থাৎ প্রোটেক্‌সনের চেষ্টায় আছেন। ইহার নামই ইংরেজী ফ্রিট্রেড, ইহার সার এই।

আপনার বেলায় আঁটাআটি।
পরের বেলা দাঁত কপাটি॥

বরাহ নগরে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার দুটি মাতৃহীন পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কুমারী কার্পেণ্টরের সহ বিলাতে পাঠাইতেছেন। এই সংবাদ লইয়া সকলে মহা আন্দোলন ও হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। শশিপদ বাবুকে বাহবার উপর বাহবা দিয়া স্বর্গে তুলিয়া দিতেছেন। তাহার কারণতো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দুই তিন বৎসর বিলাতে অবস্থিতি করিয়া যে কয়েক জন বাঙ্গালী পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন,তাঁহারাতো স্বদেশবাসীদের ত্যাগ করিয়া একটি পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী সাহেব নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা যে কাহারও কিছু উপকার হইবে, এমত বোধ হয় না, তাঁহারা স্বীয় গর্ব্বে রাবণের বাবা হোয়ে পড়িয়াছেন। শশিপদ বাবুর পুত্রদ্বয় নিতান্ত শিশু, এক্ষণ হইতে বিলাতে গেলে যদি বর্ণে না হয়, কিন্তু ব্যবহারে সম্পূর্ণ ইংরেজ হইয়া উঠিবেক। আর দুইটি ইংরেজ এদেশে গণনায় বৃদ্ধি হইলে লাভ কি হইবে, আমরাতো কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা সাহেবি চালে মাংসে পিঁয়াজ ব্যঞ্জনে পিঁয়াজ দি, মেতে উঠে জলে অবধি পিঁয়াজ দিয়ে ফেলি, এটি প্রায় জলে পিঁয়াজ হইয়াছে।

প্রতিফল।

বদনে বসন দিয়া কলিকাতাবতী।
পতির পাশেতে কন কাঁদি গুণবতী॥
কি গয়না গড়াইছ গলে ঝোলাইতে।
রোষে কি সন্তোষে প্রভু না পারি বুঝিতে॥
"মাজিষ্ট্রেট বিল" এ যে অতি গুরুতর।
মিয়াদের টান এতে টানে দুবৎসর॥
হাজার টাকা জরিমানা খচিত রয়েছে।
ইচ্ছা গ্রেপতারী তাহে উজ্জ্বল করেছে॥
কেমনে দুর্ব্বল গলে এভার দোলাব।
দিও না দিও না প্রভু মর্ম্মে ম'রে যাব॥
বঙ্গবতী বলে কেঁদে কি হবে এখন।
অহঙ্কারে মত্ত তুমি দেখি অনুক্ষণ॥
তব ভগীচয় গলে এ দুঃসহ হরি,
দোলাইল তব প্রভু হ'ল হাহাকার॥
কাতরে কাঁদিল তারা ধরি তব কর।
মদগর্ব্বে তাদের প্রতি না দৃষ্টি কর।
পাটরাণী তুমি ভূমে নাহি পড়ে পদ।
কে সি আই অনারেবেল পাইয়াছ পদ॥
তাদের অগ্রাহ্য করি কথা না কহিলে।
মনস্তাপে অপমানে কতই দহিলে॥

এইবারে বুঝে দেখ কত তব বল।
এত দিনে অহঙ্কারে পেলে প্রতিফল ॥

পূর্ব্বকালে ভাট চারণ বন্দী প্রভৃতি এদেশস্থ রাজা রাজড়াদিগের পূর্ব্বপুরুষের কুলজী, গুণ-কীর্ত্তন ও ইতিবৃত্ত লিখিয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া লোকরঞ্জন ও স্বীয় ভরণপোষণ দুই কার্য্যই সমাধা করিত। এক্ষণে ইংরেজী কেতার আবির্ভাবে তাহা প্রায় এক প্রকার লোপ হইয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। বোম্বায়ের লোকেরা পূর্ব্বকালীন ইতিবৃত্ত রাখিবার এই সময় স্থির করিয়া একটি সভা স্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করিতেছেন। অস্মদ্দেশস্থ সংবাদপত্রলেখকেরা অস্মদ্দেশস্থ ভাটের কবিতাচয় সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। কারণ এক্ষণকার ভাটদের মৃত্যু হইলে সমস্ত লুপ্ত হইয়া যাইবেক। কিন্তু আমরা ইহাতে একবিন্দুও ভাবনা করি না, ভাটেরা যে শেষ হইতেছে তাহা আমরা এক দিনের জন্যও মানি না ও গ্রাহ্য করি না। আমি বসন্তক কি? কেবল বেশ পরিবর্ত্তন বৈত নয়। সময় গুণে সমস্ত দ্রব্যেরই বিভিন্নতা জন্মে, এক্ষণে ভাটদের কার্য্যও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। যথা—

"ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস" শোভাবাজারের রাজাদের ভাট, ইহাতে তাঁহাদেরি গুণকীর্ত্তন হয়।

"হিন্দুপেট্রিয়ট" ঠাকুরগোষ্ঠীর ভাটপদ গ্রহণ করিয়া সাত শিরোপা পাইতেছেন।

"নসিরাম পেপার" নত ব্রাহ্মদের ভাটের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া দিনযাপন করিতেছেন।

মিরর ও সুলভ পত্রিকা উন্নত-ব্রাহ্মদের ভাট। সেন বংশের গুণ-কীর্ত্তক।

এজুকেসন গেজেট ডাইরেক্টর অব্ পবলিক ইনষ্ট্রক্শনের ভাট।

'সোমপ্রকাশ' বিদ্যাসাগরের ভাট।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাড়াগেঁয়ে জমিদারদের ভাট।

আর বসন্তক স্বয়ং আপনারই ভাট, ভাঁড়, চারণ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি !!!

সুতরাং ভাটের যে লোপাপত্তি হইতেছে, ইহা অজ্ঞ লোকের কথা।

বিজ্ঞাপন।

প্রেরিত।

অর্থাৎ

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,

" হিন্দুপেট্‌রিয়ট ! ! !

বহুদিবসাবধি কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

"অতি রূপেণ বৈ সীতা অতি গর্ব্বেণ রাবণঃ।
অতিদানাদ্বলির্ব্বদ্ধোহ্যতিসর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥"
বৃহচ্চাণক্য।

হরিবোল! হরিবোল!

বিজ্ঞাপন।

অর্থাৎ

নোটিস।

এই বিজ্ঞাপনদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে নমো বিষ্ণু, সর্ব্বসাধারণকে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে তাঁহাদের মানের লাঘব হয়, সুতরাং পাঠকবৃন্দকে কেবল দেওয়া যাইতেছে। সমস্ত পাঠকবৃন্দকে নহে, কারণ তাহা হইলে যাঁহারা এ বৎসরের মূল্য প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা রাগ করিতে পারেন। সুতরাং যে সকল পত্রগ্রাহক পত্র গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি মূল্য প্রদান করেন নাই, অর্থাৎ দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে,তাঁহারা মূল্যপ্রদান করিয়া আপনাদিগের স্মরণশক্তির গুরুতা গুণের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। বিশেষতঃ "মফঃসলের গ্রাহকদিগকে এতাবৎকাল ঘরের কড়ি দিয়া বনের মোষ চরাইয়াছি। আমরা ভরসা করি এবং বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে,আমাদিগকে ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরাতে আর হবে না। অধিক বলা বাহুল্য, ইতি তারিখ দিবার আবশ্যক নাই, যিনি যবে পাঠ করিবেন, সেই তারিখ।

মূল্যপ্রাপ্তি।

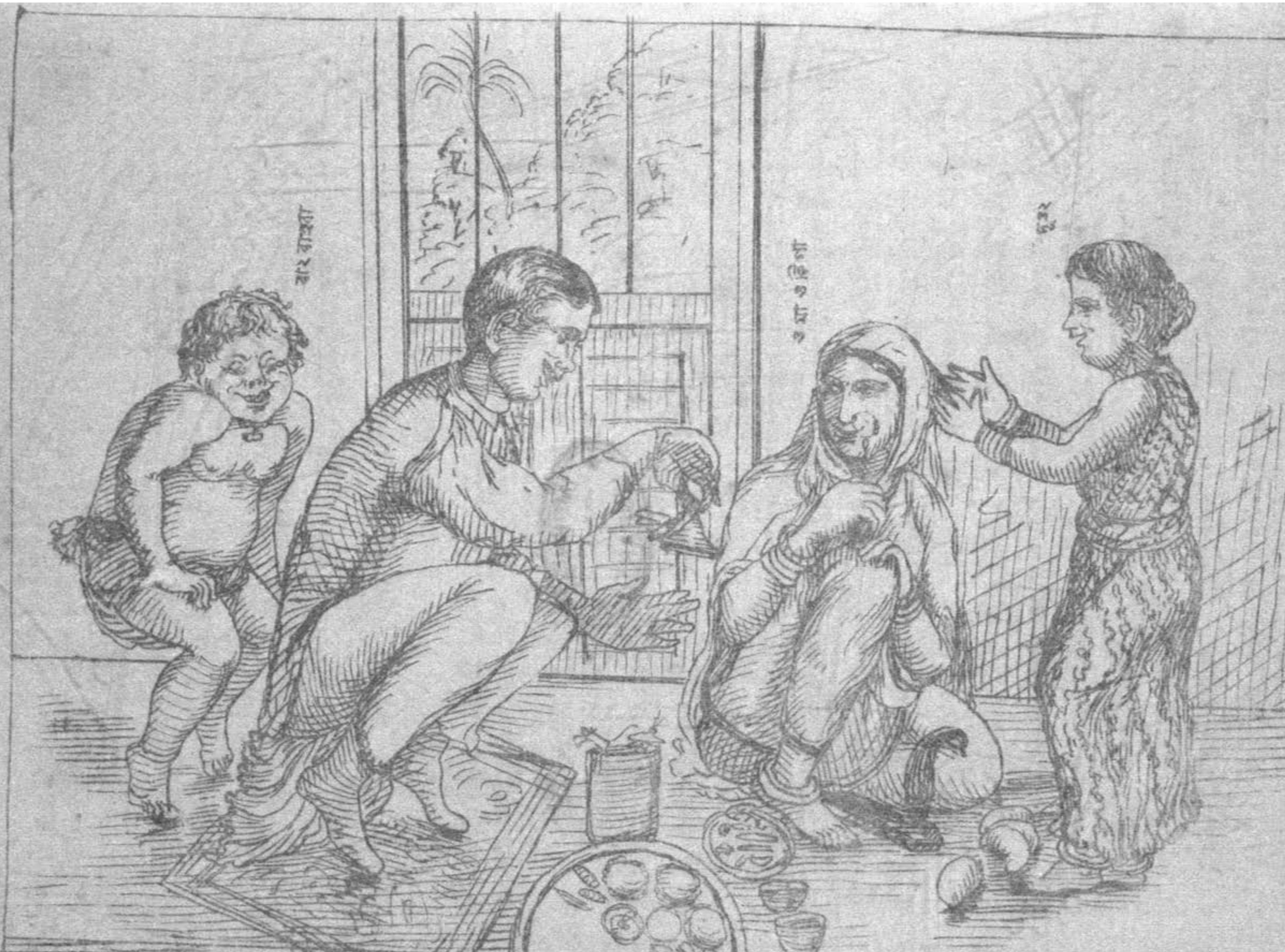
১২৮৩ সালের

রাধানাথ মল্লিক	... ...	১৲
ভূজেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়..	... ...	৩৲
ক্ষীরোদকুমার দত্ত ...	.. ..	৩৲
উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	... .	৩৲
পূর্ণলাল মুখোপাধ্যায়	.. ..	৩৲
যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	.. ..	৩৲
মন্মথনাথ দেব	.. ..	৩৲
মহাভারত রায়	.. ..	৩৲
মদনমোহন হালদার	.. .. ..	৩
বেণীমাধব গুহ	... ...	১৲
ভগবতী মল্লিক	... .	৩৲
রাজেন্দ্রলাল ঘোষ..	.. ..	৩৲
রাজানাথ মল্লিক ...	.. .. ..	২৲
দ্বারকানাথ মল্লিক..	... ...	৩৲
চণ্ডীচরণ মিত্র	... .	৩
তিনকড়ি দেব	১২৮১ সালের	৷৹
বসন্তলাল বর্ম্মা	... .	৩
কৃষ্ণধন দত্ত	.. ..	৩
প্রতাপচন্দ্র মল্লিক ...	... .	৩

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীহরি সিংহ দ্বারা প্রকাশিত।



আজি কালি ভারি গরম।



জামাই ষষ্ঠী।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। একাদশ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩৷৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ৷৷৹ আনা।	এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩১৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।	অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

কলিকাতার সুখ।

আজ কাল, কলকাতাতে বড়ই সুখ,
দেখ্‌তে পাচ্চি ভাই।
সব, রাস্তা ঘাটের শৃঙ্খলাতে,
বলিহারী যাই॥
যত, গলি ঘুঁচি সদর রাস্তা,
সমান পরিষ্কার।
তার, কোনখানে কোন গলিজ,
দেখা যায় না আর॥
দেখ, নরদামা সব কেমন রাস্তা
হ'ল বুজে গিয়ে।
যত, মশা মাছি পোকা মাকড়,
গেল পলাইয়ে॥
এখন, মহাসুখে নিদ্রা হয়,
কলকাতা নগরে।
এখন, মসারীটে ছেঁড়া হ'লে,
চলে সর্ব্বত্তরে॥
যেমন, পশ্চিমেতে ফল্গু নদী,
অন্তঃশিলা বয়।
সেরূপ, নর্দ্দামা সব রাস্তার নীচে,
গুপ্ত ভাবে রয়॥
দেখ, গাড়ী ঘোড়া গরু মানুষ,
চলে তার উপর।
তার, অন্দি সন্ধি মেলে নাক,
চক্ষুর অগোচর॥
যত, পাইখানা সব এই নর্দ্দামায়,
যোগ করে সকলে।
ধাপায় গিয়ে পড়ে ময়লা,
ভিতর ভিতর চলে॥
রাস্তার ধারের নর্দ্দামা সব,
কেমন গেল বুজে।

মানুষ চল্‌বার ফুটপাথ হ'ল,
চ'লে যাও চোক বুজে॥
আগে, মাজে মাজে গাড়ি চাপা
পড়্‌তো কত জন।
ফুটপাথের কল্যাণে এখন,
সে শঙ্কা নিবারণ॥
রাত্রিতে গ্যাস্‌লাইট জ্বলে,
আর অন্ধকার নাই।
অন্ধকার রাত্রে দিনের
মত চ'লে যাই॥
আলোক-মালা দেখে তখন,
বোধ হয় আমার।
কল্‌কাতা পরেছে বুঝি,
মণিময় হার॥
কলের জল হয়ে আর,
জলকষ্ট নাই।
যত জল চাই তত,
অকাতরে পাই॥
এমন নির্ম্মল জল,
কাশীতেও কে পায়।
বুঝি, মন্দাকিনী স্বর্গ হ'তে,
এলেন ধরায়॥
সবে, জলের জন্যে জ্ব'লে মর্‌তো,
কর্‌তো হাহাকার।
সিদ্ধির গোলা পচা জল,
কর্‌তো ব্যবহার॥
তাতে, ওলাউঠা দেবীর বড়
হ'ত কেরামত।
ঘরে ঘরে কান্নাহাটি,
খুল্‌তো, যমের বাড়ীর পথ।
নিমতলার ঘাট হতো,
অতি গুলজার।
কত লোক পুড়্‌তো তার
সংখ্যা করা ভার॥
অমৃত আর জীবন নামটি
জলের এখন।
সার্থক হয়েছে বুঝে
দেখ সর্ব্বজন॥
জল পাইয়ে বড় খুসি,
হইয়ে অন্তরে।
উজানের কইয়ের মত
উজায় যত নরে॥
এত সুখ কিন্তু যখন,
টেক্‌স দিতে হয়।
এত সুখের সহর তখন,
মাতার উপর রয়॥
তখন, জঙ্গলময় জলহীন
অজ পল্লীগ্রাম।
আমার মনে বোধ হয়
যেন স্বর্গধাম॥
সুখের চেয়ে অস্বস্তি ভাল,
কি বলিব আর।
ওরে, ছেড়ে দে রে কেঁদে বাঁচি,
সৈতে নারি আর॥
মিউনিসিপালিটীর পায়
শত নমস্কার।

ওরে! নাতানেও ছাড়ে নাক,
এমনি চমৎকার॥
তার, গরু বেচে জরু বেচে,
কর আদায় করে।
ওরে! করে করে জ্বালাতন
করে যত নরে॥
একে, পেটের ভাত গেঁটের সোনা,
হয়েছে রে মোর।
তাতে আবার ভুগ্‌তে হয়,
করের দায় ঘোর॥
একে এত কষ্ট আবার
বরার ভয় তাতে।
প্রাণ বাচান ভার লোকের
তার দন্তাঘাতে॥
সহরে আবার বরার ভয়
একি চমৎকার।
এ বনবরা নয় বিলাতী বরা
বড় প্রতাপ তার॥
বনবরারা গোঁ করিয়ে
যে দিক দিয়ে ধায়।
সেই দিকেতে যে রয় যায়
চিরে ফেলে তায়।
বিলাতী বরা সে রূপ নয়,
এ লক্ষ্য করে ধায়।
বনবরার চেয়ে এরে তাই
সবে ভয় পায়।
একে করপীড়ন আবার
এই বিলাতী বরা।
এতে, গৌবেচারী বাঙ্গালীর
কি সাধ্য জীবন ধরা।
ইচ্ছা করে এদের রাজ্য
ছেড়ে যাই চ'লে।
এতে, প্রাণ কি বাঁচে বাঁচি আমি,
আজি মরণ হ'লে।

"ন্যাসনেল" শৃগাল ও ইণ্ডিয়ান-দ্রাক্ষাফল।

এক সময়ে এক শৃগাল একটি দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রে গিয়া দেখিল যে, স্তবকে স্তবকে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষাফল সুপক্ক হইয়া ঝল ঝল করিতেছে। তাহার সুবাসে ও সৌন্দর্য্যে মনোমোহন রূপ ধারণ করিয়াছে দেখিয়া নোলা শক শক করিতে লাগিল। আর ধৈর্য্যালম্বন করিতে সক্ষম না হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া নিকটস্থ হইয়া দেখে যে, সে সমস্ত ফলগুচ্ছই অতি উর্দ্ধে রহিয়াছে। তাহারা যে নাগাল পায়, এমন নীচে একটিও ফল নাই। সুতরাং তাহা বদনে দিয়া যে অমৃত রসাস্বাদন করে এমন উপায়ও নাই। তথাচ ফলের সৌন্দর্য্য ও সুপক্কতা দর্শন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে অপারগ হইল, স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না, লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল এই প্রকার করিয়া দেখিল যে, কার্য্য সফল হওয়া দূরে থাকুক, আপনারাই

ক্লান্ত হইয়া নির্জীব হইয়া পড়িতেছি, উপায় কি ?

সকলে মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল যে, যে প্রকারে কুরুক্ষেত্রে সপ্ত রথী মিলিয়া কেহ অশ্ব, কেহ রথ, কেহ ধনু, কেহ তূণ, এককালে আক্রমণ করিয়া অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, সেই প্রকারে তাহারা একেবারে কেহ লতার মূল, কেহ লতামঞ্চের খোঁটা, কেহ ডাল, কেহ পালা, এক কালীন আক্রমণ করিলে শীঘ্র সর্ব্বসমেত ভূতলশায়ী করিতে পারিবে। এই স্থির করিয়া আদা জল খাইয়া যে যেথানে ছিল সকলে মিলিত হইয়া আক্রমণ করিল। কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটিল।

ক্ষেত্ররক্ষকেরা ফল রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কএকটি করাতেকল আনিয়া দ্রাক্ষাফল অপহারক ও নাশকদিগের নিমিত্ত পাতিয়া রাখিয়াছিল। তন্মধ্যস্থ একটি শৃগাল আগ্রহ ও লোভ বশতঃ তাহা দেখিতে পায় নাই। লম্ফ ঝম্প করিতে করিতে পড়তো পড়, তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল। যে পড়া, অমনি কড়াক ক'রে কলে লেজ আটকিয়া গেল। হুয়া হুয়া হুকা হুয়া চীৎকার !!!

ক্ষেত্ররক্ষকেরা শব্দ শুনিয়া লাঠী লইয়া আসিয়া পড়িল।

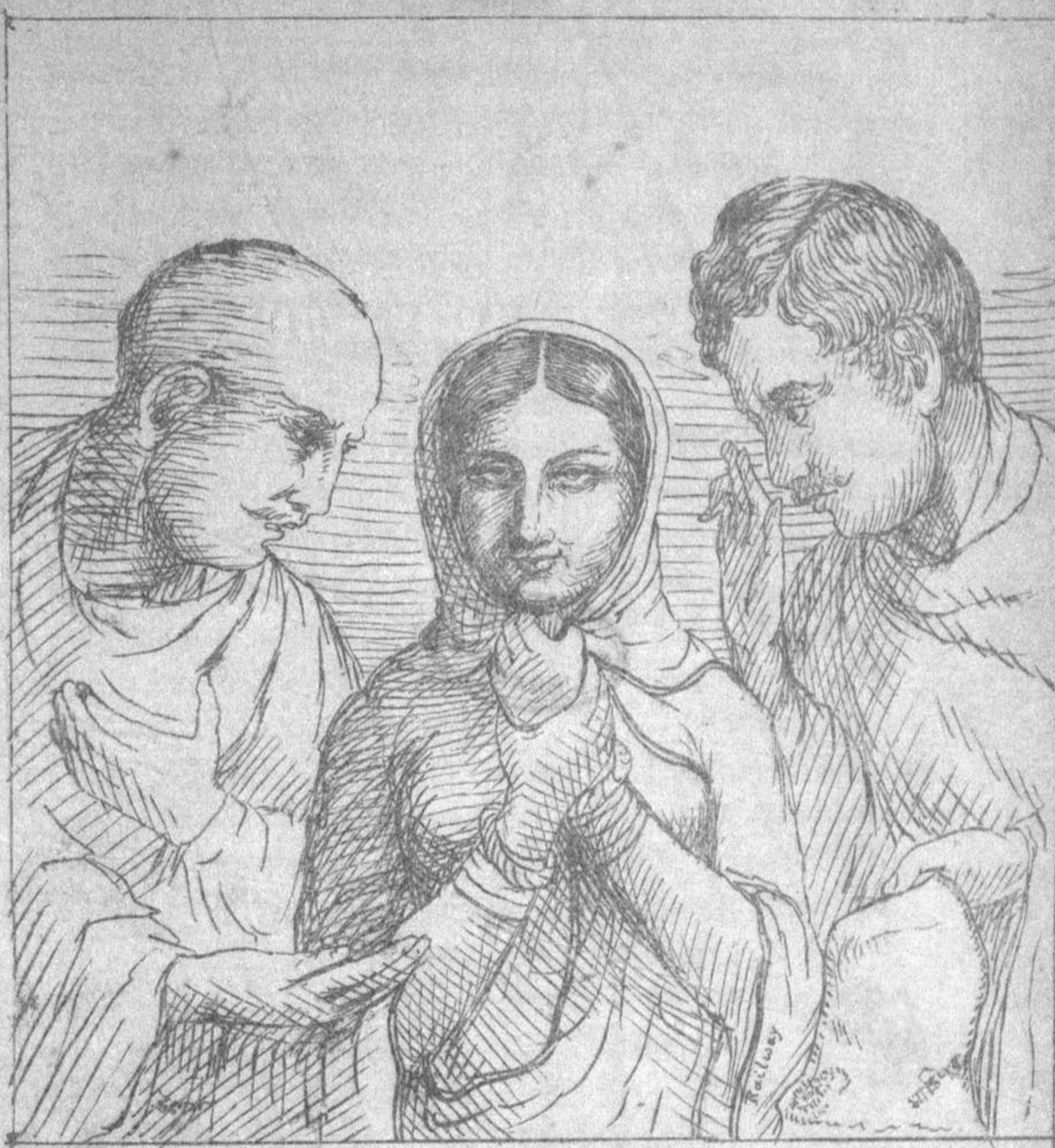
শৃগালের পো কি করেন, অগত্যা লেজটি রাখিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের আপদ বিদায় হইল।

ওদিকে শৃগাল বেদনায় এক প্রকার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দ্রাক্ষাফলের নাম শুনিলেই হন্যা হয়ে উঠে। দ্রাক্ষাফল টক, ভদ্রলোকে ছোঁয় না ও বিদ্বানে খায় না বলিয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু তাহাতে কি লেজের জ্বালা থামে। আমরা পশুদুঃখনিবারিণী সভায় বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, যে তাঁহারা ইহার জ্বালা নিবারণের কোন উপায় দেখুন। তাঁহারা এতে কর্ণপাত করিবেন কেন ? তাঁহাদের কেবল বাজে চালাকী, ফোঁপলদালালী, লোক দেখান বৈত নয়। এক্ষণে আর কোন উপায় দেখি না, তবে যদি পেট্রিয়ট " ছোটকর্ত্তাকে ব'লে নূতন বাগানের একটি ঠাণ্ডা স্থান দেন, তবেই হইতে পারে।

আমরা ইংরাজী সংবাদ পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে, সার সালার জং সিঁড়িতে উঠিতে পা পিছলে পড়িয়া কোমর ভাঙ্গিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের মত গরিব লোকেরি মজলিস্ দেখিয়া পা কাঁপে। না জানি কি মজ্‌লিসই হইয়া থাকিবে! সালার জং সাহেবের অভ্যাস করিয়া গেলে ভাল ছিল। এরা বন



শান্তিপুর ডুরে, এস মম পাশে, দিব মনোমত শাড়ী।
উমা বলে যত, শস্য নানামত, দিব পূরে পূরে গাড়ী॥



সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

গ্রীষ্ম প্রযুক্ত বালকটিকে স্কুলে না যাইতে দিয়া স্বয়ং পিতা পাঠ অভ্যাস করাইতেছেন।

মাতা— "বেশ, স্কুলে না গিয়ে এমনি কোরে পোড়ো।

বালক— না মা, স্কুল বড় গরম নয়, এর চেয়ে ভাল,
আমি কালি থেকে স্কুলে যাব।

গ্রামে শেয়াল রাজা পলিটিকল এজেণ্ট সাহেব বাহাদুরেরা নহে, এরা তাঁদের বাবারা, এটি অগ্রে ভাবা উচিত ছিল।

যুবরাজ ভারতবর্ষ হইতে গমন কালীন জাহাজে করিয়া অনেক জীব জন্তু লইয়া গিয়াছেন। আমরা একথা বিশ্বাস করি না। কারণ, জন্তুদের দল কম হইয়া পড়ে নাই। তাহারা যেমন তেমনি রহিয়াছে।

কাশীতে ক্যাপ্টেন ফ্রেডরিক নামক একজন সৈনিক পুরুষের নিকট কএক ব্যক্তির পেন্‌শন প্রেরিত হয়। ইহাঁর প্রতি পেন্‌শন বণ্টনের ভার থাকে, ভারটি অতি গুরুতর ভাবিয়া উক্ত ব্যক্তি তাহাতে লাড়াচাড়া না করিয়া নিজের কাছেই রাখিয়া দেন। এই সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ণগোচর হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে শুদ্ধ তিরস্কার করিয়া কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণে অস্মদ্দেশস্থ সম্পাদকেরা ইংরাজদের বিচারপক্ষে দোষারোপ করিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে "নীচগামি দ্বিজঃ পূজ্যঃ। ইংরাজেরা এক্ষণকার দ্বিজ, সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্রানুযায়ী পূজ্য বলিতে হইবে।

হিন্দুপেটরিয়ট পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে, "হিন্দুদেশহিতৈষী" মহাশয় অত্যন্ত মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহাকে তিনি সর্ব্বজ্ঞ দেবতা বলিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছিলেন, যাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া গয়াসুরের মত জীব তরাইতেছিলেন। এক্ষণে হিন্দুর সকল দেবতার মত কপালক্রমে ভিতরের "খ্যাড়" বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নীচবৃত্তি দেখিয়া শেয়ালটা কুক্কুরটা ঘৃণায় নাসিকা সিঁটকাইতেছে, তা হিন্দুপেটরিয়ট নাক সিঁটকাবেন না কেন? হে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! হে অধমতারণ ছোট কর্ত্তা! তোমার এই কাজ, তোমার এই নীচবৃত্তি, আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না, জানিলে ভদ্রলোকে কি তোমার গতবারের "রোটসের" নিমন্ত্রণে যাইত? তোমার যেমনি নাম তেমনি কাম, তুমি যত দেশের ছোট লোকের কর্ত্তা।

ওহো! আমাদের একটি কথা স্মরণ হইল। ছোটকর্ত্তা অতি নিস্বনে লোক, কিয়দ্দিবস হইল, ইনি "কলেজ গ্রাজুয়েটদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি সব দলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আলাপ করিয়া থাকেন, বোধ হয়, সেই মতে দেশের ছোটলোকদেরও একত্র করিয়া থাকিবেন। এ কথা সম্ভবে। কিন্তু তাহা হইলে পেটরিয়টের এত মনোবেদনার কারণ কি? নীচ উচ্চ লোকদিগকে যিনি সমভাব দেখেন, তিনিইতো মহৎ লোক।

তবে এত রাগের কারণ কি? "হিন্দু দেশহিতৈষী" যখন রাগ করেছেন, তখন একটা না একটা শোচনীয় ব্যাপার অবশ্যই ঘটিয়া থাকিবে। তিনি এ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, যদি আমরা অগ্রে ইহার অঙ্কুশ মাত্র অবগত হইতাম যে "ছোটকর্ত্তা এপ্রকার নীচলোক কলমপেষাদিগকে "রোটসে" নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা হইলে কি আমরা যাইতাম।"

ইহার মধ্যে "আমরা" অর্থ কি, আমরা বা কাহাকে বুঝায়।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষারীর জাত।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বৈদ্য, নাড়ীটেপার জাত।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডি, সি, এল, কায়স্থ, কলমপেষার জাত।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল, তেলী, সরিষাপেষার জাত।

ইহার নাম কি আমরা!! আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, আমাদের বোধে এমত গুরুতর ব্যাপার কি প্রকারে বোধগম্য হইবে। বড় লোকের বড় কথা; "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" মতে হইলেও হইতে পারে। লোকে বলে, শ্রীক্ষেত্রে হাড়ী, মুচি, ব্রাহ্মণ সব সমান, বারাণসীতে শেয়ালটা কুকুরটাও শিবত্ব পায়।

এটি যদি ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের কথা হইত, আমি স্বয়ং ব্রাহ্মণ এক প্রকার মীমাংসা করিতে পারিতাম। হে পাঠকবর্গ! আমি তেলী, তামলী, চাসাধোবাদের ব্যাপার কিছুই বুঝিনে, এক করিতে আর করিয়া বসিব। হে পাঠকবর্গ! আমার সাহায্যে অগ্রসর হউন। যদি আমার জন্য না অগ্রসর হয়েন, তথাচ "স্বদেশহিতৈষীর" জন্য আপনাদের অগ্রসর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি নিম্নে, গতবারের ছোটকর্ত্তার আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা দিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া ভদ্রাভদ্র বাছিয়া দিন।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, ভিকারী।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কলমপেষা।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ভিকারী জমিদার।

" " রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কলমপেষা।

" " শিশিরকুমার ঘোষ, কলমপেষা।

" " কেশবচন্দ্র সেন, নাড়ীটেপা।

" " যদুনাথ মল্লিক, সোণারবেণে।

" " দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ঐ ঐ

রেভরেণ্ড কালীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশী বিলাতী পাদরি।

শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ রায়, সরিষাপেষা জমিদার।

" " ব্রজেন্দ্রনাথ রায় শুঁড়ী,
মদবেচা জমিদার।
" " মহেন্দ্রনাথ সরকার,
চাসা লাঙ্গলপেষা।
" " কৃষ্ণদাস পাল, তেলী, শরিষা-
পেষা ইত্যাদি।

হিন্দুমতে দুই প্রকারে ভদ্রাভদ্র নির্ণয় করিয়া দিতে হয়।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ইহারাই প্রধান ও ভদ্রজাতি। তিলী, তাম্‌লী, তেলী, সোনারবেণে, চাসা ইত্যাদি নীচ জাতি। ইহার মধ্যে তেলী সোনারবেণের জল-শুদ্ধ নহে। উক্ত তিন জাতি ইহাঁদের জলস্পর্শ করেন না।

অন্য মতে রাজা,জমিদার আর কুঠীয়াল ইহারা প্রথম শ্রেণী, বিদ্যা-ব্যবসায়ী ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী, এই অবধিও ভদ্রলোক বলে। কলমপেষা ও সরকারি ব্যবসায়ী তৃতীয় শ্রেণী। এই অবধি কখন কখন ভদ্রসন্তান বলা যায়।

তাহার পর সমস্তই নীচলোক মধ্যে গণ্য হয়।

এই ত দুই হিন্দুমত আমরা অবগত আছি। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চারলস এক দিবস তাঁহার ধাত্রীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঝি মা! ধাত্রী করযোড়ে কহিল "বাবা" তোমাকে আমি দুগ্ধ দিয়া পালন করিয়াছি, আমি তোমার ধাত্রী। আমার ছেলেটিকে তুমি ভদ্রলোক করিয়া দাও, তুমি মনে করিলেই পার।

দ্বিতীয় চারলস উত্তর করিলেন, ঝি মা! যদি তুমি ইচ্ছা করতো তোমার ছেলেকে আমি ডিউক করিয়া দিতে পারি, মার্কুইস করিয়া দিতে পারি, অনারেবেল করিয়া দিতে পারি, কিন্তু ঝি মা! আমি তাকে ভদ্রলোক করিতে পারি না, এটি আমার ক্ষমতাতীত, শৈশবাবধি ভদ্রলোক না হইলে ভদ্রলোক হওয়া দুঃসাধ্য, "মাদার টং" বাহির হইয়া পড়ে। এই ইংরাজী মত।

এক্ষণে পাঠকবর্গ! আপনাদিগকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনারা এই বিষয়টি নির্ণয় করিয়া দেশের হিতসাধন করিয়া, কলঙ্ক দূর করুন। যদি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ হইত, তাহা হইলে আমি এক প্রকার ভদ্রাভদ্র নির্ণয় করিতে পারিতাম, কিন্তু তেলী, তাম্‌লী, সোনার-বেণে; চাসা ও শুঁড়ীদের মধ্যে কে ভদ্রলোক, এটি নির্ণয় করা আমার সাধ্য নয়। এবিষয়ে আপনারা না অনুগ্রহ করিলে "হিন্দুদেশহিতৈষিণী পত্রিকা প্রাণে মারা যায়। আর আমাদের ছোটকর্ত্তার রাজসভা এমত ছোট লোকদের দ্বারা কলঙ্কিত হয় না। হে পাঠকবর্গ! হিন্দুপেটরিয়টের প্রতি দয়া করিয়া মীমাংসা করিয়া দিন, যে তেলী,

তাম্‌লী, সোনারবেণে, শুঁড়ী, চাসা এদের মধ্যে ভদ্রলোক কে?

"চালনী বলেন সূচ ভায়া তোর কিসে কেন ছেঁদা।"

"নেশানেল পেপর" নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে,

"ময়মনসিংহের জমীদার শ্রীল শ্রী-যুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী (চৌধুরী খেতাব নেশানেল পেপর অস্বীকার করেন) যিনি "এলবর্ট টেম্পিল অফ সায়েন্স" বিদ্যালয়ে ৪৫০০০ টাকা প্রদান করিবেন বাক্‌দত্ত হইয়াছেন, এবং উক্ত টাকার মধ্যে ১৪,০০০ টাকা নগদ ট্রষ্টিদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত দান জন্য অত্যন্ত দুর্নাম হইয়াছে।"

উক্ত কথাটি বঙ্গবাসীদের বিশেষতঃ "নেশানেলদের" মতে ঠিক ও উপযুক্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীরা—

কার্য্যে ঊন, ভোজনে দেড়ে।

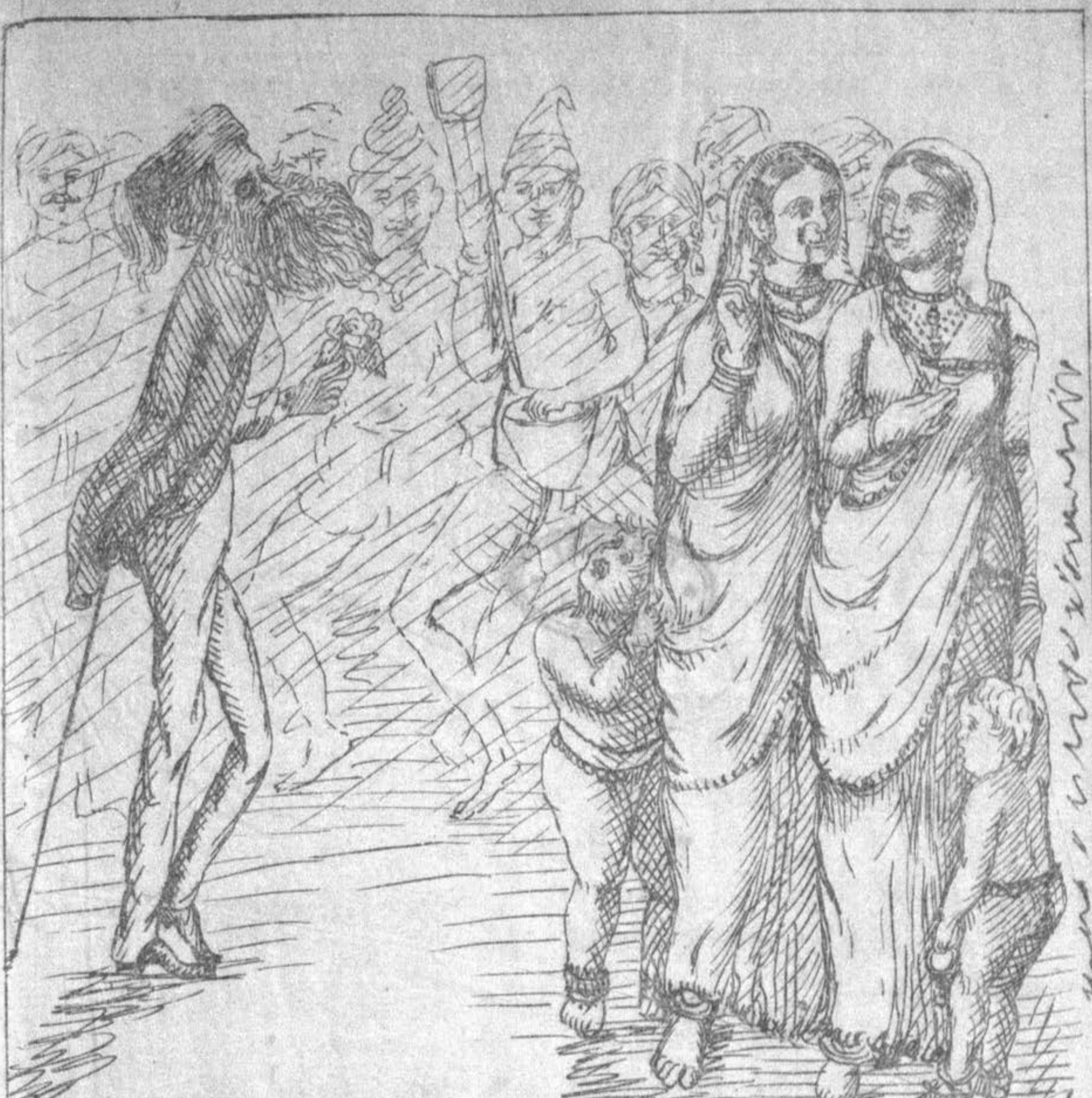
বচনে মারে পুড়িয়ে পুড়িয়ে॥

হরিশ বাবু পাড়াগেঁয়ে জমীদার, কি প্রকারে দেশহিতৈষী হইতে হয়, তাহার কি জানেন! "নেশানেলের" কি বোঝেন! ধড়াস ক'রে ৪৫,০০০ টাকা দেশের লোকের হিতার্থ ব'লে দিয়ে ফেলে, বড় মন্দ কার্য্য করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা তিনি যদি ছেঁড়া চটী, বগলে উড়ানী ক'রে রাস্তার মাঝে দাঁড়াইয়া আমি নসিরাম—

"আমার নাম নসি,"

"আমার নাম নসি, থাকি বসি,
ঠাকুর বাগানে।
কল্‌কাতায় নাই হেন লোক যেবা
নাইক জানে॥"
"ভাগ্য দোষে, বিধির রোষে, গায়ে
বেরোলো দাধ!
তাই দেখিতে নসিরামের সহর যুড়ে
সাধ॥"
"ড্যাগা খেলি, ঘুড়ুডি মেলি, কোচড়
ভরা মুড়ি।
পালপার্ব্বণ পেলে নসিরাম করেন
যুতা চুরি॥"
"বড় পাজি, বোল্লে কাজি, বিচার
করিয়ে।
উলটা গাধায় চড়িয়ে দিল বাহির
করিয়ে॥
"ভাঁউর গেল, মান গেল, এমন
ধারা কাজ।
এমন মন্দ নসিরাম তবু নাই লাজ॥"

আমি "হিন্দুদেশহিতৈষী" আমি সম্পাদক বলিয়া কেবল চীৎকার করিতে পারিতেন। ঝোপ বুঝে কোপ মারিতে পারিতেন। দশ বিশ হাজার উলটে আনিতে পারিতেন।



গাজনের সং।

দেখ ভাই এটা কি সং?

দূর খেপী, ও যে কলিকাতার সাহেব বাবু।

ওমা তা আমি জানি নে!!!



Some Specimen of Memorials from the British Indian Association

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন হইতে কয়েকটি মেমরিএলের (স্মরণার্থ চিহ্ন) নমুনা।

তবে লোকসমাজে খোষনাম হ'ত, দশ জনে জানিত, এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হ'য়ে পড়িতেন। কি মূর্খ! কিছুই শিখিলেন না। স্বদ্ধ চেঁচাও, বগলে উড়ানী করিয়া ডাকপেয়াদাদের মত ছুটে ছুটে বেড়াও. বড় বক্তৃতা কর, সংবাদপত্রের সম্পাদক হও, তবেতো লোকেরা বাহবা দেবে; ছোট ছোট ইস্কুলের ছেলেদের বুক চড় চড় করিতে থাকিবে। কতকগুলা টাকা দিলে কেবল দেশের কতকগুলা গণ্ডমূর্খ বিদ্বান হ'য়ে পড়িবে বৈত নয়। ছি ছি হরিশ বাবু! এ কার্য্যটি অতি গর্হিত হইয়াছে, ইহাতে কেবল নিন্দা হইতেছে, এমত কুকার্য্য করিতে হয়?

আবার টাকাটা দিলে দিলে, কেন "নসিরাম মেলার" জন্য দিলে না, গরীবেরা খেয়ে বাঁচিত, কিম্বা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএসনের হাতে দিলেন না, তাঁহারা আর একটি "মেমরিয়াল দ্বার (Memorial Door) নির্ম্মাণ করিতেন। তুমি ইণ্ডিয়ান লিগের হস্তে দিলে।

কি দুঃখ কি দুঃখ! এতেও "নসিরামের" রাগ হবে না, ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।

কথাটা বল্‌তেই আমার মনে পড়িল যে, হরিশ বাবু ৪৫০০০ পঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র মুদ্রা!! সহী করিয়াছেন, কত টাকা!!!

অনেকে এত টাকা একত্র চক্ষে দেখেন নাই। আমরাতো ইদানীং কলিকাতার বড় বড় বাহাদুরের বড় বড় দান দেখিয়াছি, কিন্তু এত বড় দানতো তাঁহাদের উচ্চারণ অবধি করিতে দেখি নাই। তন্মধ্যে ১৪০০০ চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা ট্রষ্টিদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। সর্ব্বনাশ!! এত টাকা আমি হস্তে ন্যস্ত পাইলে বারআনা কলিকাতার বাবু ভায়াদের মত জুড়ি হাঁকাইয়া বেড়াইতে পারি।

যে ব্যক্তি ৪৫০০০ টাকা দান করিবেন বাকদত্ত হইয়াছেন, এবং তন্মধ্যে ১৪০০০ টাকা দিয়াছেন, তাঁহার টাকা দিবার ক্ষমতা আছে কি না? এবং দেবেন কি না? আমাদের মত ক্ষুদ্র আদার ব্যাপারীদের আলোচনা করাই নিতান্ত পাগলামী। নীচমুখে উচ্চ কথা কখন ভাল লাগেনি, লাগে না, ও লাগিবে না। সুতরাং পাঠকবর্গ আমাকে মাপ করিবেন।

বসন্তকের ষষ্ঠীবাঁটার সাধ।

"অসারং খলু সংসারং
সারং শ্বশুরমন্দিরম্"।

সভ্য পাঠকগণ আজ আপনাদের কাছে কিছু অসভ্য না হ'য়ে থাকতে পার্‌লেম না, কাজেই এখন আপনাদের সহৃদয়তার উপর নির্ভর ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা কর্ত্তে হয়েছে। বোধ করি, ক্ষমাদানে কেহই কার্পণ্য করিবেন না, যেহেতু

বিচার ক'রলে আমার তত দোষ নাই, আমাকে আপনাদের কাছে নিত্য নূতন কথা কইতে হয়, "তঝাব তাঝ নোবিন" কিন্তু ক্রমাগত নূতন যোটে কই। পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, কোন এক জন প্রসিদ্ধ ভাঁড় নিত্য নূতন তামাসা দেখাতে আর না পেরে এক দিন নিজ প্রভুর সভায় ঝাঁকামুটে চ'ড়ে উপস্থিত হ'য়েছিল ও প্রভু কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব'লেছিল "এই আজকের নূতন" সভ্যগণ আমারও আজ সেই রূপ মন হওয়াতে নিজের কথা ক'য়েই আপনাদের নূতন কথা শুনাচ্চি। কিন্তু ব্রাহ্মণীর কাছে পাছে ঠোনা খেতে হয়, এই ভয় হচ্ছে। যা হ'ক ব'লে ফেলি, রামে মারলেও মারবে রাবণে মারলেও মারবে, ব'ল্লে ব্রাহ্মণীর কাছে ঠোনাটা ঠানাটা খেতে হবে, আর না বল্লেও আপনারা চ'টে গে দেউড়ি মকুব ক'রে দেবেন। কি করি উভয় সঙ্কট, একটা না হয় একটা কত্তেই যখন হবে, তখন বলাই ভাল। সভ্য পাঠকগণ তবে শ্রবণ করুন, যাঁরা অশ্লীলতা-নিবারিণী সভার সভ্য, তাঁদের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্চি, আর যাঁরা আমার মত লোক তাঁদের কাছে বক্‌সিস চাচ্চি। আহা! পাঠক মহাশয়দের ব'লব কি, মাসের নামটা করতেই যে প্রাণটা যুড়ুচ্চে, জ্যৈষ্ঠমাস কি মধুর গা—আঁব কাঁঠালের চেয়ে সাতকাটী বাড়া, এ মাসটিতে ষষ্ঠীবাঁটা হয়। সভ্যগণ অশ্লীলতা-নিবারিণী সভারই সভ্য হ'ন, আর যাই হ'ন, বুকে হাতদে ব'লতে গেলে মানতে হবে যে, ষষ্ঠীবাঁটার নামটা শুনলেই মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠে। আর যাঁদের পক্ষান্তরের বিবাহ তাঁদেরতো কথাই নাই, আহ্লাদে একেবারে আটখানা। এবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠীবাঁটা হ'য়েছিল, তা পাঠকগণ ব'লব কি, ১৬ই থেকে আমার মনটা যেন মেতে উঠেছিল। ১৬ই তারিখে সহরে নিমন্ত্রণের বড় ধূম, গাড়ী পাল্কী ক'রে বাড়ী বাড়ী জামাই নিমন্ত্রণে বেরুল, যেখানে যাই, সেইখানে দেখি, বাবুরা বড় কুটুম্বের অভ্যর্থনা ক'চ্ছেন দেখে আমার মনটা একেবারে ব্যাকুল হ'য়ে পড়লো, ভাবলেম কি আপসোসের বিষয়, বৎসরকার দিন আমার ভাগ্যে আর বাঁটাটা যুটল না। করি কি, বাসন্তিকাকে গিয়ে ব'ল্লেম "বলি বাসন্তিকে! তোমার ভাইরা কি আর আমাকে বৎসরান্তে পাঁচ সিকার ধুতী, উড়ানী, এক থাল যোড়া মণ্ডা ও এক পেট ফলার দিতে পারেন না? নিমন্ত্রণটা না ক'রে লোকের কাছে আমাকে অপদস্ত করবার দরকার কি ছিল? নিমন্ত্রণ না ক'রার চেয়ে মাথাটা কাটা যে ভাল ছিল? বাসন্তিকা শুনে বল্লেন, তাঁর মা বাপ থাকতো অবশ্যই নিমন্ত্রণ

কর্ত্তেন, ভাইরা ষষ্ঠীবাঁটার নিমন্ত্রণ কি ক'রে ক'রবে। আমি বল্লেম "বেস! আমি কোথা মনের দুঃখে তোমাকে ব'লতে এলেম, না তুমি ব'ল্লে ভাই কি ক'রে নিমন্ত্রণ ক'রবে, এর চেয়ে গালে দুটা চড় মারলে না কেন? নিমন্ত্রণ না ক'ল্লেই হলো, তার আর কি, "আপনার তিন দিবস প্রতিমাদর্শনের (বিষ্ণু) আগামী কল্য বাঁটা গ্রহণের ও ভোজনের নিমন্ত্রণ" এই কথাটা বলায় আর বাধা কি? বাসন্তিকা বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন "তোমার যেমন আক্কেল, শাশুড়ী ভিন্ন বাঁটা কে দেবে, যাও বোক না"। কি করি, মনের দুঃখ মনে রেখেই বাসন্তিকার কাছে থেকে চ'লে এলেম, কিন্তু মনটা স্থির হ'ল না, ভাই ভগ্নীর আত্মীয় কুটুম্বুর শালারা যখন এসে এসে তাদের নিমন্ত্রণ কর্ত্তে লাগলো, তখন আমার একবারে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়তে লাগলো। শেষে ভাবলেম, চেষ্টা ক'রে দেখা যাক, যদি একটা উড়া নিমন্ত্রণ পটান যায়। এই স্থির ক'রে, বন্ধু বান্ধবকে ব'ললেম "ভাই হে! তোমাদের শ্বশুর শাশুড়ী বর্ত্তমান, তোমরাতো ষষ্ঠীবাঁটা রূপ সুখসাগরে ছাতি ফুলায়ে বড় বড় বজরা পিনিসের মত চলেছ, তা ভাই, সেই সঙ্গে আমাকে ডুঙ্গীর মত বেধে দেও না।" তাঁদের বড় কুটুম্বদের অনেক ক'রে বলতে লাগলেম, কিন্তু কেহই আর ডুঙ্গীটি বাঁধতে স্বীকার পেলেন না। কি করি, উশু খুশু ক'রে এক রকমে ১৬ ই তারিখের রাতটা কাটালেম। ১৭ ই তারিখে পাঁশ চাপা আগুন আরো তেজ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। সকাল না হ'তে হ'তে সহরের জামাই বাবুরা বেশভূষার আয়োজন করতে লাগলেন। বিলাতী সাবান দে গা ধোয়ার চোটে বড় মানুষদের নদ্দামার গরদা সাফ হ'য়ে ফুলোল তেল ধোয়া সাবানের জল বইতে লাগলো, সামান্য লোকেরাও বেসন, রূপটান প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গরাগ কত্তে লাগলেন। জলের কলের জল প্রায় শেষ হয়ে এল; আর মিউনিসিপালিটির তেল সাফ করার এক মাসের খরচা বেচে গেল। আমি তাড়াতাড়ী গে ব্রাহ্মণীর নিকটে সাবান ও কালা পেড়ে ধুতী খান চাইলেম। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করলেন, কি হবে? আমি ব'ললেম, কতকটা সাধ মিটান যাক। ব্রাহ্মণী বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন "তুমি হ'লে কি? ষষ্ঠীবাঁটার নিমন্ত্রণে কি হয়, যে এত ব্যস্ত হচ্ছো।" আমি বল্লেম "ওগো সেটার তুমি কি বুঝবে, বন্ধ্যা প্রসব-বেদনার কি জানে! পাড়ওয়ালা ধুতী, সাটিনের চিনেকোট ও ঢাকাই একলাই প'রে শ্বশুর বাড়ীর গাড়ীতে চ'ড়ে এদিক উদিক উকি মেরে তাকাতে তাকাতে যাওয়ার মজা জামাই-

রাই জানে, তুমি মেয়ে মানুষ কি জানবে ?" বাসন্তিকা "নাও তোমার আর রঙ্গ কত্তে হবে না, যাও যা খুসি তাই করগে" ব'লে সাবান ও ধুতী ফেলে দিলেন। আমি অমনি তোয়ালে দে সাবানে গা ঘ'ষে ঘ'ষে সাঁক খড়ি ক'রে ফেল্লেম। এমন কি, দুই এক জায়গার নোনচা ছাল উঠে গে জ্বালা ধরলো। তখন উঠে একটু ফুলোল তেল মেখে ভাইপোর সাত বছরের মেয়েটিকে ডেকে ব'ল্লেম! "আয় লো গোলাপ বিবি! আমার পাকাচুল কটা তুলে দিবি আয়।" বলতে কি সভ্যগণ! পঞ্চান্তরের বিয়ে ক'ল্লে পাকাচুল তোলাটা সকলের চেয়ে দরকারী। তা গোলাপ বিবির কল্যাণে আমার সে কাজটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে গেল। পরে ঘরে গিয়ে কালাপেড়ে ধুতীখান প'রে, সাটিনের চিনেকোট গায়ে দিয়ে, ঢাকাই একলাইখান বগলে ক'রে ও কানে একটি সোহাগের ফায়া গুজে সামনে আরসী রেখে এলবার্ট ফেসানের চুল ফেরাতে লাগলেম। বলতে কি, সভ্যগণ! বকলস দেওয়া বারনিস চামড়ার জুতা যোড়াতে একটু তেল মাখায়ে নেবার আগে যদি ব্রাহ্মণী এসে "নাও বুড়ো বয়সে আর খোকার মত সেজে লোক হাসাতে হবে না," ব'লে গালে ঠোনা মেরে বার ক'রে না দিতেন, তা হ'লে আমি বাজী মাত ক'রে দিয়ে ছিলেম আর কি!

বিজ্ঞাপন।

অদ্যাবধি এই বসন্তক সম্বন্ধে আমার কোন সংস্রব রহিল না। শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ও প্রচারকের পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগের আর এক সংখ্যা অর্থাৎ ২৪ সংখ্যা পর্য্যন্তের বিল আমার নামে হইবে। তৃতীয় ভাগের প্রারম্ভাবধি শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বিল হইবে।

শ্রীহরি সিংহ।
ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ও পেত্নীপূর্ব্ব প্রচারক।

অদ্যাবধি আমি এই বসন্তকের সম্পাদক ও প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হইলাম। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রচারক শ্রীযুক্ত হরি সিংহের সহিত ইহার আর কোন সংস্রব রহিল না। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগের আর এক সংখ্যা অর্থাৎ ২৪ সংখ্যা পর্য্যন্তের বিল শ্রীযুক্ত হরি সিংহের নামে হইবে। তৃতীয় ভাগের প্রারম্ভাবধি আমার নামে বিল হইবে।

অপর যদি কোন গ্রাহক মাসে মাসে নিয়মিত রূপে বসন্তক প্রাপ্ত না হন, তিনি আমাদিগকে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিলে তাহার বিহিত ব্যবস্থা হইবে।

শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
বর্ত্তমান ভূত ও পেত্নী।

☞ কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩১৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



"Grapes are Sour"

শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল।

দ্রাক্ষাফল বড় টক।

বসন্তক।

মাসিক পত্র।

নবপরিণয়যোগাৎ স্ত্রীষু হাস্যাভিযুক্তং, মদবিলসিত-নেত্রং চারুচন্দ্রার্দ্ধ-মৌলিং।
বিগলিত-ফণি-বন্ধং মুক্তবেশং শিবেশং, প্রণমতি দীনহীনঃ কালকূটাভকণ্ঠং॥

২য় পর্ব্ব। দ্বাদশ সংখ্যা।

ডাকমাসুল সমেত বাৎসরিক মূল্য ৩।৵, নগরের অগ্রিম মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৹ আনা।

এই পত্র সম্বন্ধীয় পত্রাদি কলিকাতার চিৎপুর রাস্তার ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রের নিকট প্রেরিত হইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাঠাইলে ডাকযোগে পত্র পাঠান হইবে না।

বসন্তকের বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ।

"দিলে বোলে পেলে, না দিলে কোথায় পেতে।
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে॥"

আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া তামাক খাইতে খাইতে ভাবিলাম, যে আজি একবার রাজা রাজড়াদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবেক। আমরা ভিক্ষুক জাতি, আমাদের রাজা-রাজড়াদের সহিত আলাপ রাখাটা ভাল, সময়ে সময়ে কাজে লাগে। এই ভাবিয়া গিন্নীকে কহিলাম, বলি গিন্নী! আজি একবার চটী জুতা জোড়া, ও গরদের জোড়টা বের কোরে ঝেড়ে ঝুড়ে রাখ। গিন্নী একটু মুচকে হেঁসে বল্‌লেন, আজি যে এ ভাব, কোথায় যাওয়া হইবে না কি! আমি কহিলাম, রাজ-দর্শনে, অনেক দিন যাওয়া হয় নাই, তাই ভাবিলাম, একবার সকলকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসি। আজি কাল যে সময় পড়িয়াছে, যে বিনা তোষামোদ, আর প্রতি কথায় "যে আজ্ঞা" ভিন্ন মন আর পাওয়া যায় না। নিজেরা বড় লোকের খোষামোদ করেন, আর ঘরে এসে রেগে চাকর বাকরদের, মোশাহেবদের উপর শোধ লন। এই বলিয়া অতি সত্বর প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধান পূর্ব্বক গঙ্গামৃত্তিকার এক দীর্ঘ ফোঁটা করিয়া ও তাহা গাত্রে লেপিয়া গরজের জোড়টা পরিয়া এক মহা দিগ্‌গজের ন্যায় বাটী হইতে দক্ষিণাভিমুখে বাহির হইলাম। কতক

দূর যাইতে যাইতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার তট কি সুন্দর! দেখিয়াই মোহিত হইলাম, বিশেষতঃ লেস্লির শাঁকোতে উঠিয়া স্নিগ্ধ বায়ু-সেবন করিতে করিতে সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলাম।

ভুলিয়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনরদের আপিসে উপস্থিত হইলাম। মনে পড়িল যে, আজি কাল "নূতন ইলেক্‌টিভ কমিসনর" সম্বন্ধে কি হইতেছে জানিয়া যাই। এই স্থির করিয়া আমার "কার্ড" (এক্ষণে কএক জন ইংরাজের সহ আলাপ হওয়াতে আমাকেও কার্ড ছাপাইতে হইয়াছে) চাপরাসীর হস্তে দিয়া পাঠাইয়া দিলাম। মনে স্থির করিলাম, লাগে তাক না লাগে তুক্ক, দেখা করে ভাল, না ক'রে যদি "যাও" "চলা যাও" বলেন তো, হন হন ক'রে ঘরে গিয়ে ছুকুনুকে ভাত বেশী ক'রে খাব। কি আশ্চর্য্য! পেয়াদা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাকে অতি ভক্তিভাবে একটি সেলাম করিয়া কহিল যে, সাহেব আব লোককে সেলাম দিয়া।

আমি এত বড় সাহেবের চাপরাসীর এত ভক্তিভাবের সেলামের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। শেষে ভাবিলাম, বুঝি ছুনা বক্সিস চাহিবে। বক্সিস কথাটি যেই মনে হওয়া, অমনি ফিরিয়া দড় দড় করিয়া শিড়ি নামিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা দেখিয়া হরকরা আমার পিছে বাবু সাহেব ২! বল্‌তে বল্‌তে আসিল। আমি মনে করিলাম, ঐ ধ'ল্লে; দে ছুট। হরকরাও কি ছাড়ে, পিছনে পিছনে ছুট, নূতন মিউনিসিপ্যাল বাজারের নিকট ধরিল। আমি বলিলাম, প্যায়দা ভাই ছেড়ে দাও, আমি বামুন। সে কহিল, হা হাবা বামুন, পালাচ্চ কেন, হগ সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বেন ব'লেছেন।

আমি কহিলাম "তবে তুই সেলাম দিয়া বল্লি কেন।" সে উত্তর করিল, 'সেলাম দিয়া' অর্থে ইতো দেখা করিবেন। আমি কহিলাম, বটে, তবে চল।

আমি জানিতাম যে, সে কেলে বড় বড় সাহেবেরা বড় বড় সেলাম বড় ভাল বাসেন; এখনকার মত একটু ঘাড় নাড়া পচন্দ করেন না, এজন্য আমি সহর-কোতোয়াল হগ সাহেবের নিকট গিয়া বিরাশী শিক্কার ওজনের একটি সেলাম ঠুঁকিলাম।

সাহেবের মুখে আর হাসি ধরে না, অনেক দিন অবধি এমন সেলাম পান নাই। অতি সমাদরে আমাকে আসন গ্রহণ করিতে কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মনে ক'রে মহাশয়?"

আমি কহিলাম "আজ্ঞা নূতন মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধে আপনকার শ্রীচরণে নমো, বিষ্ণু আপনাদের চরণ

দেখা যায় না ; শ্রীমুখ দেখিতে আসিয়াছি।

হগ সাহেব কহিলেন, একালপর্য্যন্ত কিছু হয় নাই, জন কতক সবে নাম পাঠাইয়াছেন, কি হয় বলা যায় না। আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সে কি, পূর্ব্বের জষ্টিসের মধ্যে কেহই কি নাম পাঠান নি ?"

সাহেব উত্তর করিলেন "কৈ না, বোধ হয়, কেহই পাঠাবেন না, কারণ, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ইহার বিপক্ষ, অগ্রকার প্রায় সমস্ত দেশীয় জষ্টিসেরা, তাঁহাদেরই বানেয়া, যাহার খান তাঁহারা তাহারি বাজাইবেন বোধ হইতেছে। এক্ষণে সে কথা থাকুক, আপনি কেন এক জন কমিশনর হন না ?

আমি উত্তর করিলাম "আজ্ঞা আমার এক্ষণে হওয়া ভার, আমার এই পূজায় নেসন্যাল থিয়েটরে পেণ্টোমাইনে বায়না পাবার কথা হ'চ্চে, তাতে না হয়, বেঙ্গল থিয়েটর যদি পূজার মধ্যে হ'য়ে উঠে, তাহা হইলে তাহাতেও হবার সম্ভব। আপনি ইংরাজ পাড়ায় থাকুন, আমি বাঙ্গালী পাড়া গুল্‌জার কর্‌ব। তবে যদি তেমন তেমন হয়তো, ডাক্‌বেন "এক ঘরমে দুই চেরাগ" হইবে।

আমি বিদায় লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিলাম, ইলেক্‌টিভ মিউনিসিপ্যালিটি যদি এবার না হয়, তাহা হইলে আর ১০০ বৎসর মধ্যে হওয়া ভার। এতে বিপরীতাচরণ ক'রলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের মত হয়। লোকে বলে "চোরের উপর রাগ ক'রে ভূমে ভাত খাওয়া" ইহা তাই।

ঘোষালদের প্রতি পুলিশের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে ছোট কর্ত্তার লিপিপত্র।

ইংরাজেরা শীকযুদ্ধে জয়ী হইয়া সর্দ্দার সের সিংহ ও তাহার পুত্রকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনেন। সের সিংহ কিয়দ্দিবস কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহার পুত্রকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য একটি দেশী মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া কহিয়া দিয়াছিলেন যে, "দেখ ভাই! তুমি আমার পুত্রকে সমস্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবে, কিন্তু "ইফ" আর "বট্" শব্দদ্বয় শিক্ষা দিও না। ইংরাজীতে উহার অপেক্ষা আর ফাঁকি দিবার উৎকৃষ্ট শব্দ নাই।

ছোটকর্ত্তার লিপি পাঠ করিয়া আমাদের ঐ কথাটি মনে পড়িল। ইহা "ইফ" আর "বটে" পরিপূর্ণ। সুতরাং ইহা সর্দ্দার সের সিংহের অর্থ বৈ আর কি হইতে পারে।

মার্কিন দেশীয় কন্‌সর্ট।

মার্কিনেরা সকল কার্য্যই আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। সকলে তাক না হইলে তাঁহাদের মনোনীত হয় না। এক্ষণে যে ফিলাডেলফিয়া "একজিভিমন" হইতেছে, তাহাতে এক ঐকতান বাদন প্রস্তুত করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাতে এক সময়ে এত লোকে এত যন্ত্র বাজাইবে, যে তাহার তাল রাখা বিলাতী ড্রমে (জয়ঢাক) উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইবেক না, সুতরাং কামান ছুড়িয়া তাল রাখা হইবেক। এরূপ ফুল আখড়াই (কনসর্ট) কোন দেশে কখন হয় নাই। এটি তাঁহাদের ভ্রম, আমরা রামায়ণ পাঠে অবগত আছি যে, রাবণ যখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে যান, তখন "দগড়ে রগড় দিতে তিন লক্ষ কাঁশী॥"

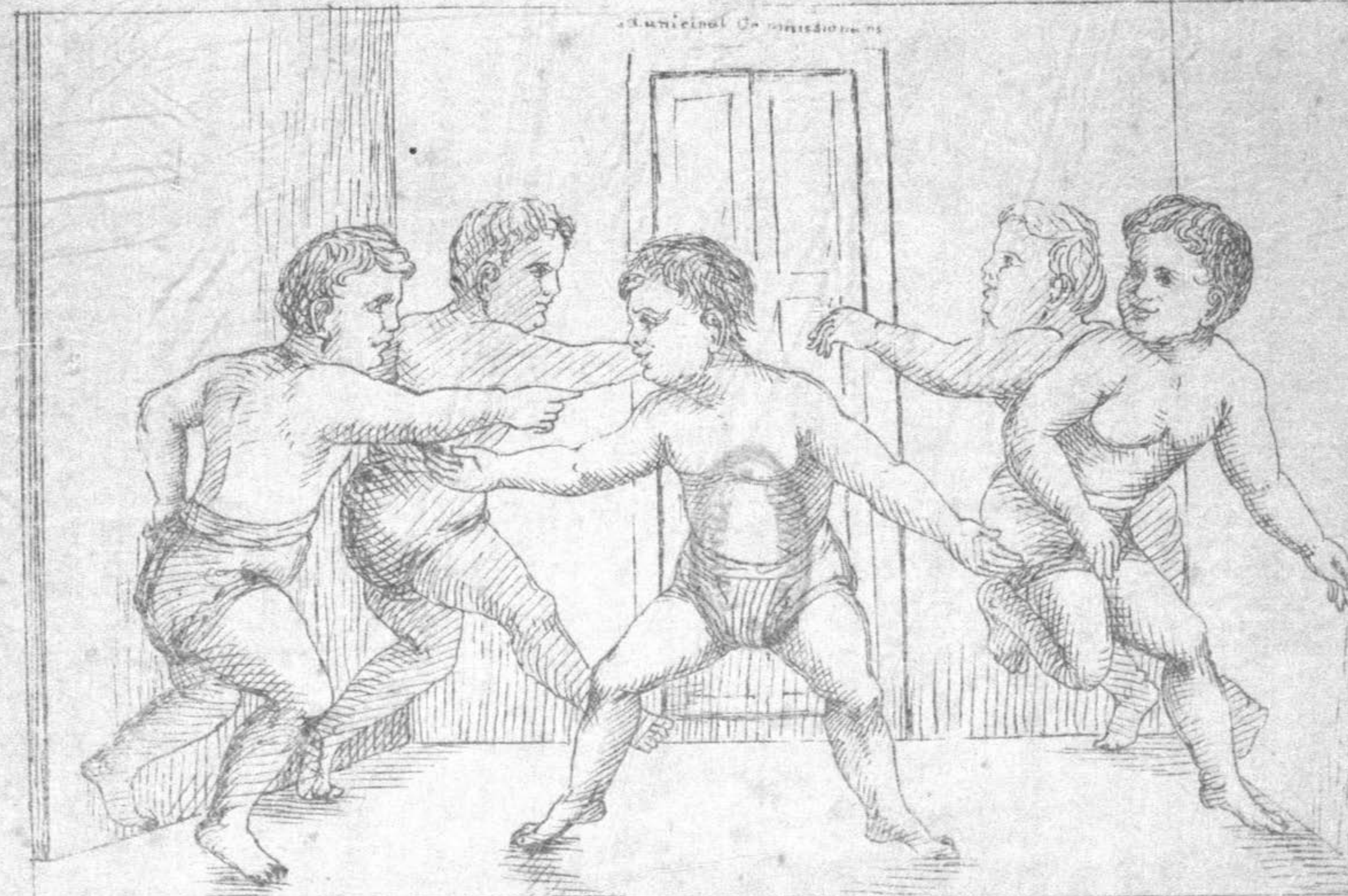
অস্মদ্দেশে, ঢোলে দুই বাঁশী, আর এক কাঁশীতে এক সম্প্রদায় কন্‌সর্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১২,০০,০০০ দগড়া ৬,০০,০০০ বাঁশী আর ৩,০০,০০০ কাঁশীতে ঐ ঐকতান বাদন হইয়াছিল। অর্থাৎ ২১,০০,০০০ লোকে বাজাইয়াছিল, এত লোক ফিলাডেলফিয়ার ধরে কি না সন্দেহ। ঢাকের কাছে টেমটেমির বাদ্য! তাঁহাদের যদি পৃথিবীকে এত তাক করিবার ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদের দেশে এসে বীর হনুমানের সহিত পরামর্শ করিলে, এক দিন সক্ষম হইতেন। এটি বৃহৎ হনুমানী ব্যাপার, মার্কিনেরা যত বড় হনুমান হউন না কেন, আমাদের বীর হনুমানের অপেক্ষা বড় হনুমান নন।

কন্যা বন্ধক।

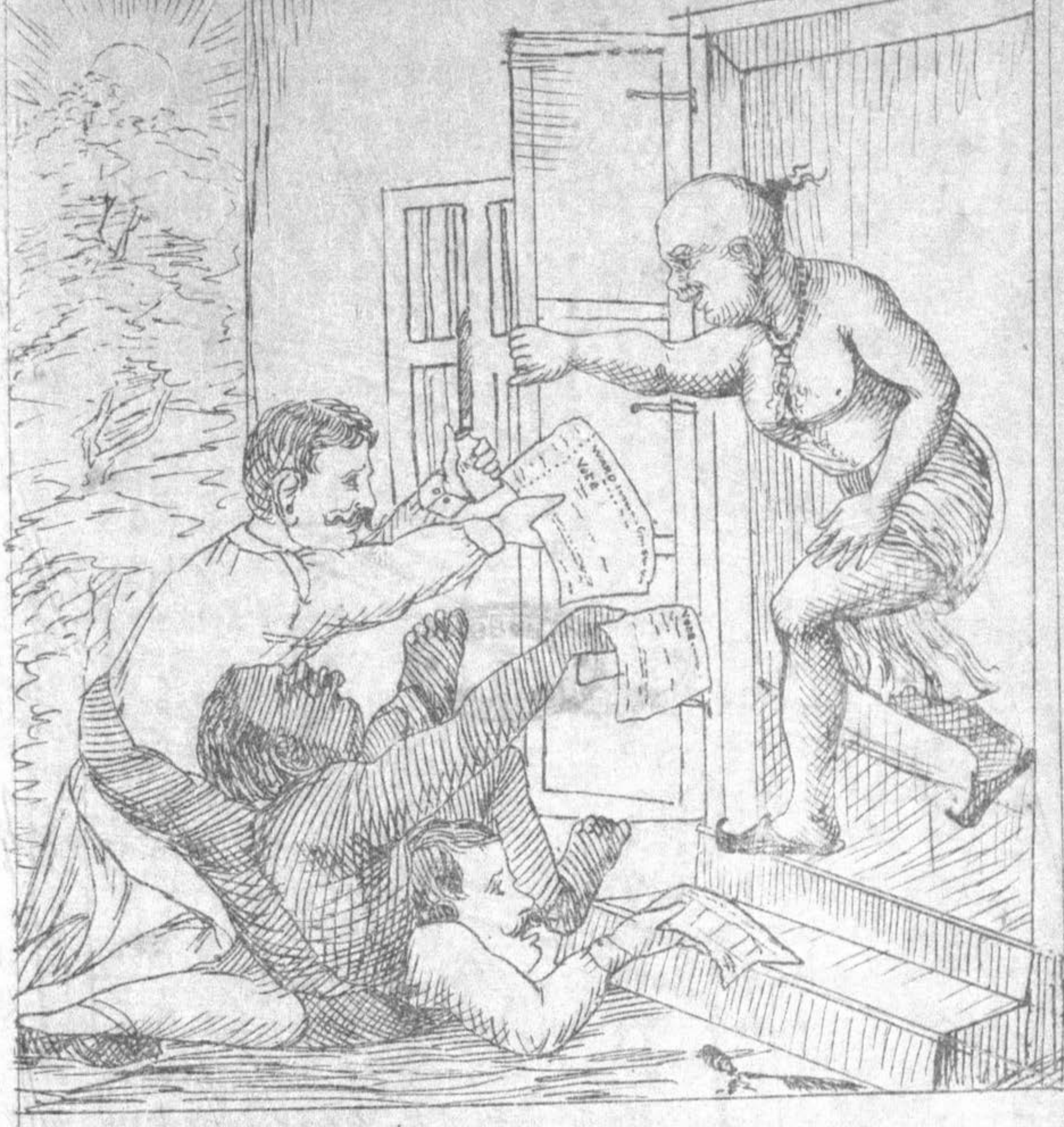
আমরা মিশর রাজ্যের পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত আছি যে, মিশর দেশস্থ লোকেরা তাহাদের পৈতৃক মৃতদেহ (যাহাকে "মমী" কহে) বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ লইত। "মরা গরুতে ঘাস খায় না, সুতরাং বন্ধক রাখিতে কোন ভাবনা ছিল না।

আর কলিকাতাস্থ বাগবাজারের যে মদনমোহন আছেন, তিনি বনবিষ্ণুপুরের রাজার মদনমোহন। রাজা এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইয়া মদনমোহনকে বন্ধক রাখিয়া যান, কিন্তু রাধিকাটি লইয়া দেশে যান, সেই অবধি মদনমোহন থুবুড়ো হ'য়ে বাগবাজারে প'ড়ে আছেন। ভোগ খেয়ে ভুমড়ী ভাংছেন। সে দিন ৬০০০০ টাকা খরচ ক'রে বাটীটি সারাইয়া দিতে হ'য়েছে। এমন বন্ধক রাখা বড় সহজ নহে, কাহার লাভ যে বলা যায় না।

কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলে একজন ইংরাজ সম্পাদক অন্য একজন ইংরাজ সম্পাদকের বিপক্ষে লিখিয়াছেন যে,



খোকা খুনি দিবি,
ওমাকো বাড়ী যাবি।
ও দোরে যাবি খেংরা-মুড়া খাবি,
ও দোরে যাবি কোঁতা-মুড়া খাবি, ইত্যাদি।



আমাদের গৌরে মুদী সবে বাটীর দ্বারটি খুলিয়া কি দেখিলেন।

উক্ত সম্পাদক তাঁহার কন্যাকে বন্ধক রাখিয়া একশত টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। ইহাতে যে কাহার লাভ তা আর ভাবিতে হয় না। ইংরাজেরা স্ত্রীর খরচার ভয়ে বিবাহ করিতে পারেন না। এমন ধারা দু একটি মহাজন পানতো ইংরাজদের আর ভাবনা থাকে না, রথ-দেখা আর কলা-বেচা এক সঙ্গেই হয়; মেয়ে পার আর অর্থলাভ। আর আইন মতেও সুবিধা, সুদ নাই, (কন্যাভরণ-পোষণের) খর্চ্চা নাই, টাকা দিলেই হ'ল। নালিশ ক'রে ডিকরি জারি ক'রে দখল ক'রে নিলেই চুকে গেল। এমন সুবিধা কি আর আছে! কি আশ্চর্য্য! এতেও লোকে মন্দ বলে, এ যে "শাককে শাক, কিসে মূলো।"

ইলেকসন।

"ছিল না চাল,
হ'ল চুলি।
ছিল না ডোলা,
হ'ল ডুলি।
একেবারে দুপা তুলি।
ভেঙ্গে গেল মাথার খুলি॥"
(দেখ যেন না হয়) ওলা ডুলি ওলা ডুলি॥"

বলি ও ভাই সকল! বলিও "ভোটর" সম্প্রদায়! বলি ও বিজ্ঞোত্তমেরা! আমাকে কি ভোট দেবে? যদি দাও খুলে বল। তাহা হইলে আমিও কোমর বেঁধে দাঁড়াই। কোমর বেঁধে দাঁড়াই শুনিয়া 'ভোটর' সম্প্রদায়েরা এমত মনে করিতে পারেন যে, এতক্ষণ আমার ভরসা হয় নাই, তাঁহারা কথা দিলে আমি অগ্রসর হই। কিন্তু তাহা নয়; সত্য বলিতে কি; আমি প্রত্যূষে যথার্থই কোমরের কাপড় খুলে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলাম। আমাদের পাড়ার কএক জন ছোকরার গলার আওয়াজ পেয়ে আমি শয্যা হইতে উত্তর দিলাম। তাহারা সকলে শুনিবা মাত্র কহিয়া উঠিল "আরে কে হে" বসন্তক খুড়ো, বেঁচে আছতো, বার হ'য়ে এস ২, এমন হিড়িকে যদি তুমি এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হ'য়ে বার না হবেতো, বার হবে কবে! এস, দরখাস্তের কাগজ, ভোটের কাগজ ও দোয়াত কলম নিয়ে বার হ'য়ে এস।

যে বলা, অমনি আমি কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম। তোবড়া তুবড়ী ছাতা বগলে ক'রে পাড়ার কএক জন ছোকরাকে নিয়ে দুর্গা শ্রীহরি ব'লে বার হ'য়ে পড়লাম, পথে গিয়া ভাব্‌লাম, অগ্রে কোথা যাই। বড় বাড়ী দেখে যাই, না ঘোর ঘোর কোর্ব্বো। অবশেষে এক বড় বাড়ী সাব্যস্ত করিয়া তন্মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম!

দ্বারবানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবু বাহিরে আসিয়াছেন? সরকার দফ্-

তরখানা থেকে বাবুর নাম শ্রবণ করিয়া কহিল, কে গো! এদিকে আসুন।

আমিত আস্তে আস্তে সরকারের নিকটে গিয়া কহিলাম, বাবু বাহিরে এসেছেন? সরকার কহিল কেন? আমি কহিলাম, বাবুর কি ভোট দেওয়া হইয়াছে? সরকার হাঁ করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া কহিল "ভোট" ভোট কি মহাশয়? আমি "ভোট" কি তাহাকে বুঝাইতে বসিলাম। সাত কাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার মাসী অবধি হয়েছে, এমত সময়ে বাবু চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিলেন। আমি উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলাম, মহাশয়ের কি কাহাকে ভোট দেওয়া হইয়াছে? বাবু মহাশয় কহিলেন, ভোট, কৈ না। আমি কহিলাম, তবে আমাকে দিলে ভাল হয়। বাবু কহিলেন, আচ্ছা মন্দ কি? আমি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া কাগজ বাহির করিয়া কহিলাম, তবে মহাশয় লিখিয়া দিন।

বাবু কহিলেন, লিখে দিতে হবে, কি লিখে দিতে হবে দেখি? বাবু কাগজ লইয়া উলট পালট করিয়া দেখিতে লাগিলেন, দু একটি ফেকুড়ি বাহির করিলেন, এবং বিস্তর তর্ক বিতর্ক করিলেন। শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, আজ রেখে যান, কালি এখন সব লিখে দিব।

আমি মনে মনে বড় আনন্দিত হইলাম, যে, এক জন ভদ্র লোক হাত হইল, এই ভাবিয়া কহিলাম, মহাশয়! আপনি তো এ পাড়ার বর্দ্ধিষ্ণু লোক, আপনাকে সকলে মান্য করে, আপনি যদি বলিয়া দেনতো আমাকে এ পাড়ার সকলেই ভোট দেয়।

বাবু বলিলেন, বেস কথা! তবে আপনি আর কিছু কাগজ রাখিয়া যান, কাল তখন সব সহী করিয়া পাঠাইব।

আমি কহিলাম, আজ্ঞা আমি কল্য আসিব এখন, বাবু কহিলেন, না না আপনার আর কোন কষ্ট লইতে হইবে না, আমি এখন সব পাঠাইয়া দিব। আমি গাত্রোত্থান করিয়া দেখি যে, কুঠীর বেলা হইয়াছে। আর এখন কিছু হইবে না ভাবিয়া বাটী গেলাম।

তাহার পর দিবস উঠিয়া মনে ভাবিলাম, কোথায় যাই, নব্যতন্ত্র গৃহস্থদের নিকট যাই, তাহারা বিচক্ষণ লোক, আমার ভোট পাইতে বড় কষ্ট হইবে না। এই ভাবিয়া পাড়ায় উপস্থিত হইলাম। প্রথম এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন মহাশয়! আপনাদিগের ভোট দেওয়া হইয়াছে?

তিনি উত্তর করিলেন, কৈ দেওয়া হয় নাই। আমি কহিলাম, তবে মহাশয় আমাকে দিন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি সমস্ত পরিচয় দিলাম।

তিনি শুনিয়া কহিলেন, আমি বিবেচনা করিব, এর পর যাহা হয় দেখা যাবে।

আমি ভাবিলাম মন্দ নয়, দেখা যাক অন্য কেহ যদি দেয়। অন্য আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি উত্তর করিলেন, আমি ভোট দিব না, এক জনও উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন।

আমি কহিলাম, যদি আপনকার মতে কাহাকেও উপযুক্ত লোক দেখিতে না পান, তবে আপনি হন না কেন? তিনি কহিলেন, বিবেচনা করিতেছি, এক্ষণে কোন ভদ্রলোকও অগ্রসর হন নাই। আমি কি ক'রে হই বলিয়া চলিয়া গেলেন। অন্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ বলিলেন, দেখা যাবে, কেহ বলিলেন, রেখে যাও, কেহ বলিলেন, তাঁহার মামার হবার কথা আছে, কেহ বলিলেন, ওহে ঠাকুর! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে কেন? ঘরে গিয়ে হরিনাম করগে, পর কালের কাজ হবে।

১০টা বাজিয়া গেল, আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, কি আপদ, অগ্রে বাটীতে হাপ আখড়াই গাহনা দিতে হইলে গলবস্ত্র হইয়া বাটী বাটী যাইতে হইত, এ দেখিতেছি, ফুল আখড়াইয়ের বাবা। এ গলবস্ত্র হ'য়ে বাটী বাটী গেলেও পাইবার যো নাই। যা হক, বৈকালে দেখা যাবে। বৈকালে সংবাদ পাইলাম, যে মহা হুলস্থুল লাগিয়াছে, যাঁহারা এত দিন অভিমান করিয়া আসরে নাবেন নাই, তাঁহারা সকলে নাবিয়া কিসে ভোট পাওয়া যায়, ইহারই চেষ্টা করিতেছেন।

কোন স্থলে হুড়াহুড়ি, কোন স্থলে মারামারি অবধি হইতেছে। কি সর্ব্বনাশ! সকলে কমিসনর হইতে চেষ্টা পাইতেছেন।

"এং উজায় বেং উজায়।
খোল্‌সে পুঁটী বলে আমিও উজাই।"

এমনটা হইবে আমরা মনেও ভাবি নাই। ডামাডোল দেখিয়া আমি সরিয়া বসিলাম, যে কয়েক খানি ভোটিংকাগজ পাইয়াছিলাম, তাহা বড় কম নয়, পাড়ার ছেলেদের মক্‌স করিতে দিলাম। এক্ষণে সুবিজ্ঞ ভোটর মহাশয়দের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত আবেদন করিতেছি।

আবেদন-পত্র।

বিজ্ঞবর বিজ্ঞোত্তম মহাবল প্রবলপ্রতাপ ধীশক্তি-সম্পন্ন অতিবদান্য মহামান্য আমাদের ওয়ার্ড নিবাসী "ভোটর" মহোদয়গণ সমীপে আবেদনমেতৎ।

মহোদয়গণ! আমি আপনকারদিগের ওয়ার্ডের কমিসনর হইতে ইচ্ছা করি, সুতরাং আপনারা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকে ভোট দিবেন না। কারণ,

আমি শ্রবণ করিলাম যে, আপনারা কাগজের সম্পাদকদিগকে অত্যন্ত পচন্দ করিতেছেন। আমিও এক জন সম্পাদক। আর অনেক ওয়ার্ড বিলাত ফেরৎ সাহেব বাবুদের অনর্গল ইংরাজি আবৃত্তিতে মোহিত হইয়া কমিসনর করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে আমি বলিতেছি যে, আমি ঐ সকল বাবুদের অপেক্ষা শত গুণ সাহেব। তাঁহারা কেবল স্বদেশের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া মেটে টেস্ ফিরিঙ্গিদের পোষাক পোরে বাহার লন। আমি ঠিক বলিতেছি যে, আমি কাপড়ের উপর "গেলিশ" আঁটি। বিশেষতঃ ভোটরবর্গকে কমিসনর করিতে গেলে নয় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান-দল কিম্বা লিগের দলকে করৃতে হবে, কারণ, এই দুই দল ভিন্ন আজ কাল আর কোন দল নাই। যদি আর কোন দল থাকে, সে অঘামারা দল, তাহাদের নাম গন্ধ নাই। এই দুই দলস্থ ভিন্ন যদি কেহ "কমিসনর হইতে' চান তো নিশ্চয় জানিবে, যে, সে "হগ" বাহাদুরের পেটোয়া লোক, যদি ভুল ক্রমে তাহাদের ভোট দিয়া থাকেন তো কাড়িয়া লইয়া (ইহাতে কোন পাপ নাই) আমাকে দিবে; কারণ, আমি সর্ব্বদলভুক্ত সবলোট। ইহার কোন ব্যতিক্রম করিবেন না, করিবেন না, করিবেন না, মাথার দিব্য! জগন্নাথ ক্ষেত্রের সুবভ্রার দিব্য! কালী ঘাটের হালদারদের দিব্য! আর বাগবাজারের মদনমোহনের খোলার ঘরের দিব্য! এতেও যদি আমাকে কমিসনর মনোনীত না করেনতো, আমার মুঃখুমি হইয়াছে! নয় তোমাদের মুঃখুমি হইবে!

স্বেচ্ছাচারতন্ত্রোক্ত

কার্কউড পালা।

ধন্য মিউনিসিপালিটি বলিহারী যাই।
তোমার অসাধ্য কাজ ত্রিভুবনে নাই॥
অঘটন ঘটাতে যেমন তুমি পারো।
ধরায় এমন আর সাধ্য নাই কারো॥
তোমার জ্বালায় একে কলিকাতা জ্বলে।
পুন তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা দেখি মফঃসলে॥
দেখ কার্কউড্ বীর চট্টগ্রামে গিয়ে।
কি কাণ্ড ঘটালে তথা শ্বেতখানা নিয়ে।
কত রস আছে তাঁর না জানি তাহায়।
দেশ শুদ্ধ শ্বেতখানা করেন তথায়॥
যেখানে সেখানে টাটী ক'রে দেন প্রভু।
তাতে এক কথা কয় কার সাধ্য কভু॥
সেই শ্বেত পুরুষের শ্বেতখানা সার।
শ্বেতখানা সম প্রিয় বস্তু নাই আর॥
শ্বেতখানা ধ্যান জ্ঞান শ্বেতখানা প্রাণ।
শ্বেতখানা শিরোমণি শ্বেতখানা মান॥
এমন সাধের ধন রাত্রিতে পড়িয়ে।
কেবা দেয় জ্বালাইয়ে কেমন করিয়ে॥
গুণনিধি কার্কউড ভাবেন তখন।
টাটী জ্বালাইতে পারে আর কোন্ জন?



কার্ক উড নিলাম।
Chitagong Plantain.

লালচাঁদ চৌধুরী এ দেশের জমিদার।
এই কাজ সুনিশ্চয় হইবে তাহার ॥
কার সাধ্য পারে ইহা ঘটাতে এথায়।
অবশ্য ঘটেছে ইহা ইহারি আজ্ঞায় ॥
এত ভাবি তার প্রতি মহা ক্রোধ তাঁর ॥
বাষ্পও জানে না কিন্তু লালচাঁদ তার ॥
লালচাঁদ মিউনিসিপালিটির মেম্বর।
কমিটিতে অপমান হন গুরুতর।
যেমন কমিটি-ঘরে কর্‌লেন প্রবেশ।
কার্কউড পেয়াদারে করেন আদেশ ॥
পেয়াদা অমনি তাঁরে গলা ধাক্কা দিয়ে।
ঘর হ'তে দিল তাঁরে বাহির করিয়ে ॥
এত বড় লোকটার এত অপমান।
মেম্বর ছিলেন যত দেখি হতজ্ঞান ॥
বলেন কি কাণ্ড একি দেখিলাম আজ।
না জেনে নিগূঢ় তত্ত্ব একেমন কাজ ॥
লালচাঁদ জমিদার সামান্যতো নয়।
তার এত অপমান দেখি ভয় হয় ॥
ক্রোধে অন্ধ কার্কউড তাঁদের কথায়।
কর্ণপাত নাহি করে বসিয়ে তথায় ॥
কম্পমান কলেবর বিকটবদন।
হস্তপদ আছাড়েন উন্মাদ যেমন ॥
চক্ষুঃ দুটো জ্বলে যেন মশালের আলো।
বলে,—"শালা লোক্‌কো জল্‌ডি হিয়া সে নেকালো ॥
ড্যাম শূয়ার গাড্ডা টোমারা এট্টা বড়া কাম।
জান্টা নেই শালা কেট্টা বড়া লোক হাম ॥
আজি টোমকো ফাঁসী ডেগা জ্বালায় ডেগা ঘর।
হামারা টাট্টী জ্বালায় ডেকে রহেগা ঘর পর ॥"
অপমান হয়ে তিনি ছোটকর্ত্তার কাছে।
টেলিগ্রাম করিলেন তার পাছে পাছে ॥
এবারকার ছোট কর্ত্তা রয়েছেন মিসে।
বরের ঘরের মেসো ইনি কোনের ঘরের পিসে ॥
তারি মত প্রত্যুত্তর পান লালচাঁদ।
ভেবেছিলেন হাতে পাবেন আকাশের চাঁদ॥
নিরাশ্বাস হয়ে শেষে মকদ্দমা ক'রে।
হইলেন লালচাঁদ জয়ী অতঃপরে ॥
তাতে ক্লার্কউডের কি হইবে আবার।
বরং আরো প্রমোশন হইল তাঁহার ॥
ছোট কর্ত্তা দুই দিক রাখিতে বজায়।
তাঁরে বদ্‌লি করিলেন চব্বিশ পরগণায় ॥
সাপ মরে লাঠী গাছটি নাহি ভাঙ্গে তাঁর।
সেই চেস্টা ছোটকর্ত্তার দেখি অনিবার॥
কার্কউড সাহেব না থাকিলে তথায়।
অনায়াসে সে দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়ে যায় ॥
আপাততঃ শ্বেতথানার হেঙ্গামা না রয়।
একৌশল খেলিলেন ছোট মহাশয় ॥
তাই বলি প্রজাগণ কেন কথা কও।
সাহেবে মারিলে লাথি পিট পেতে সও॥
তোমাদের কান্না কেবা করিবে শ্রবণ।
কেন মিছে কর সদা অরণ্যে রোদন ॥
ইংরেজে কুকর্ম্ম করি উচ্চ পদ পায়।
পদে পদে যথা তথা সদা দেখা যায় ॥

কার্কউড পালা কিছু গাইলাম ভাই।
ইচ্ছা আছে ইষ্ট্র্যাণ্ডেল পালা কিছু গাই॥
ইষ্ট্র্যাণ্ডেল সুবর্ব্বের হর্ত্তা কর্ত্তা প্রভু।
তাঁর কাছে কার্কউড কল্‌কে পান না কভু॥
শ্বেতখানার প্রতি তাঁর বড়ই নজোর।
শ্বেতখানার জন্যে তিনি আছেন সজোর॥
স্বেচ্ছাচার তন্ত্র উক্ত কার্কউড পালা।
গলায় গাঁথিয়ে পর যেন কণ্ঠমালা॥
এই পালা যেবা গায় যে জন গাওয়ায়।
মহা ভক্তি হয় তার ইংরেজের পায়॥
ভক্তি করি এই পালা বসন্তকে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হ'ল সায়॥

কৌতুক বিন্দু।

১। এক দিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজ বৈবাহিক উলা নিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেহাই! তোমাদের উলায় নাকি বেহাইন বিক্রয় হইয়া থাকে" মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর করিলেন, "হাঁ মহারাজ! লইয়া যাইবা মাত্রই।"

২। এক দিন প্রসিদ্ধ ভাঁড় লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস নগরস্থ কোন বাবুর সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছিলেন। পরে উভয়ে বারাণ্ডায় বসিয়া ধূমপান ও গল্প করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উভয়েরি উচ্ছিষ্ট সম্মুখস্থ নর্দ্দামার ধারে পড়িয়াছিল। এমন সময়ে একটা কুকুর আসিয়া বাবুরই উচ্ছিষ্ট চাটিতে আরম্ভ করিল, বিশ্বাসের পাতের দিকে একবার লক্ষ ও করিল না। ইহা দেখিয়া বাবু বিশ্বাসকে সম্বোধন পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিশ্বাস! তুমি বড় অধম, নতুবা কুকুরেও তোমার পাতে খায় না কেন?" বিশ্বাস উত্তর করিলেন, "সে জন্যে নয়, ও কুকুরটি ভিন্ন গোত্রে খায় না।"

৩। এক দিন গোপাল ভাঁড় বহির্দ্দেশে বসিয়াছে, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ সেই দিক দিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, "বেটা বুঝি শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছে।" গোপাল অমনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, "ও ঠাকুর মহাশয়! তবে একটা ভুজ্জি প্রস্তুত, আপনি লইয়া যাউন।

৪। একবার তাবৎ পঞ্জিকায় গ্রহণ লিখিত হইয়াছিল, কেবল নবদ্বীপ সম্মত পঞ্জিকায় লিখিত হয় নাই। কিন্তু যথা সময়ে গ্রহণ হইলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুরশ্চরণ করিতে বসিলেন; এমন সময়ে গোপাল ভাঁড় কৌশল করিয়া দূরে অথচ রাজার দৃষ্টিগোচরে প্রস্রাব করিতে বসিল। তাহা দেখিয়া রাজা সক্রোধে কহিলেন, 'দূর মূর্খ! নরাধম! অসভ্য! লোকে গ্রহণ সময়ে দান, ধ্যান ও পুরশ্চরণাদি করিয়া থাকে। তুই কি না, মস্ত মিন্‌সে হয়ে আমার সম্মুখে প্রস্রাব কর্‌তে বস্‌লি। গোপাল ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ! গ্রহণ কোথায়?

নবদ্বীপের পঞ্জিকায় গ্রহণ নাই, আমাদের নবদ্বীপের মতই আসল, আর সব বাজে মত মাত্র। অতএব, আমি নবদ্বীপের মতে প্রস্তাব করিতেছি, ইহাতে দোষ কি ?

এক দিন প্রাতঃকালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গোপাল ভাঁড়কে সমভিব্যাহারে করিয়া বনমধ্যে মৃগয়া করিতে যান। পরে প্রত্যাবর্ত্তন কালে রৌদ্রের উত্তাপে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হইল। রাজা ও যুবরাজ স্বীয় স্বীয় পরিধেয় ইজার মাত্র কটিদেশে রাখিয়া অঙ্গরক্ষী ও উষ্ণীষ প্রভৃতি সমুদয় খুলিয়া গোপালের হস্তে দিলেন। গোপাল সেই সকল বস্ত্র মোট বাঁধিয়া মাতায় করিয়া লইয়া চলিল। রাজা রহস্য করিয়া কহিলেন, "গোপাল ! তোমার মাতায় একটা গাধার বোঝা বোঝাই হইল।" গোপাল উত্তর করিল, মহারাজ! এ একটার নয়, তুইটার।

বসন্তক সম্বন্ধে নিয়ম।

১। বসন্তকের দ্বিতীয় ভাগের একাদশ সংখ্যা অবধি আমি ইহার সম্পাদক ও প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হইলাম। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও প্রচারক শ্রীযুক্ত হরি সিংহের সহিত ইহার আর কোন সংস্রব রহিল না। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগের ২৪ সংখ্যা পর্য্যন্তের বিল শ্রীযুক্ত হরি সিংহের নামে হইবে। তৃতীয় ভাগের প্রারম্ভাবধি আমার নামে বিল হইবে।

২। বসন্তক সম্বন্ধে যাঁহার মূল্য কি পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইবে, তিনি সুচারু যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়ের নামে নং ৩৩৬ চিৎপুর রোড সুচারু যন্ত্রে প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে বসন্তকের অধ্যক্ষ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। আর, কেহ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার মিত্রের নামে মূল্য কি পত্রাদি প্রেরণ করিবেন না।

৩। যদি কোন গ্রাহক মাসে মাসে নিয়মিত রূপে বসন্তক প্রাপ্ত না হন, তিনি উক্ত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়কে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিলেই তাহার বিহিত ব্যবস্থা হইবে।

৪। যে গ্রাহক যে সংখ্যা অবধি বসন্তক গ্রহণ করিবেন, তিনি সেই সংখ্যা অবধি ১২ খণ্ড পর্য্যন্ত বসন্তক প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য পরিশোধিত হইবে। তিনি পুনর্ব্বার গ্রহণেচ্ছু হইলে তাঁহাকে পুনর্ব্বার অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে। গ্রাহকদিগের মূল্য পরিশোধিত হইলে তাঁহাদিগের নাম এই পত্রে প্রকাশিত হইবে।

৫। ইহাতে বিজ্ঞাপন দিবার মূল্য প্রতি পংক্তি ৵০ অবধারিত হইল। তিনবার প্রকাশিত হইলে তাহার অর্দ্ধাংশ লাগিবে। কিন্তু তিনবারের অধিক কাল প্রকাশিত হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবেক।

৬। বসন্তকে প্রকাশার্থ যদি কোন প্রস্তাব বা সংবাদ প্রেরিত হয়, তাহা বসন্তকের উপযোগী বোধ হইলে সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করা যাইবে।

৭। বসন্তক সম্বন্ধে বিয়ারিং পত্র গৃহীত হইবে না।

শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,
বর্ত্তমান সম্পাদক ও প্রচারক।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বিদেশীয় গ্রাহক।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী
ট্রেজরী চট্টগ্রাম ৭৷
" " কুমার কেদারনারায়ণ রায়
ভালুকগাছি পুঁটিয়া রাজসাহী ৩৷৶০
" " কালীকুমার মজুমদার পেস্কার
পায়রাডাঙ্গা নাগেশ্বরী রঙ্গপুর ৩৷৶০
" " কালীমোহন সেন উকীল
দিনাজপুর কালীতলা .. ৬৷৷০
" " গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
জেলা যশোহর চৌগাছা পোং আং ৩৷
" " প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়
রিবিলগঞ্জ পোং আং ছাপরা ৩৷৶০
" " বেণীমাধব মিত্র মুন্সেফ
গোয়ালন্দ ৩৷
" " রসিকলাল দাস মাজিপাড়া
পোষ্ট আপিস জাগুলিয়া .. ৩৷৶০
" " হরচন্দ্র চৌধুরী সেরপুর
জামালপুর উপরিভাগ ময়মনসিং ৩৷৶০
" রাজা কেদারনারায়ণ রায় ঠাকুর বাহাদুর
জেলা রাজসাহী পুঁটিয়া রাজবাটী
ছোট তরফ ১৷

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র ৩৷
" " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় .. ১৷
" " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় .. ৩৷
" " গৌরদাস বশাক ২৷০

কলিকাতা, চিৎপুর রোড ৩৩৬ নং সুচারু যন্ত্রে শ্রীরামব্রহ্ম মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



"বলি হরি বাগানে যে জঙ্গল মহল কোরে রেখেছ বাঘ থাক্‌তে পারে, সাফ কোরে ফেল।

হরি—"আরে ভাই তুই গৃহস্থ হলিনি, আজ যদি শাফ করিতো অরন্ধনে বাগান থেকে কি জানি নিয়ে যাবে, এই বরবার যত কচু ঘেঁচু হয় তা সব রেখেদি অরন্ধনেতে শাফ হোয়ে বাড়ী যায়, গিন্নীও খুশি হয় আমারও বাগান শাফ হয়; অরন্ধনের নাম জঙ্গল শাফ পরব।"



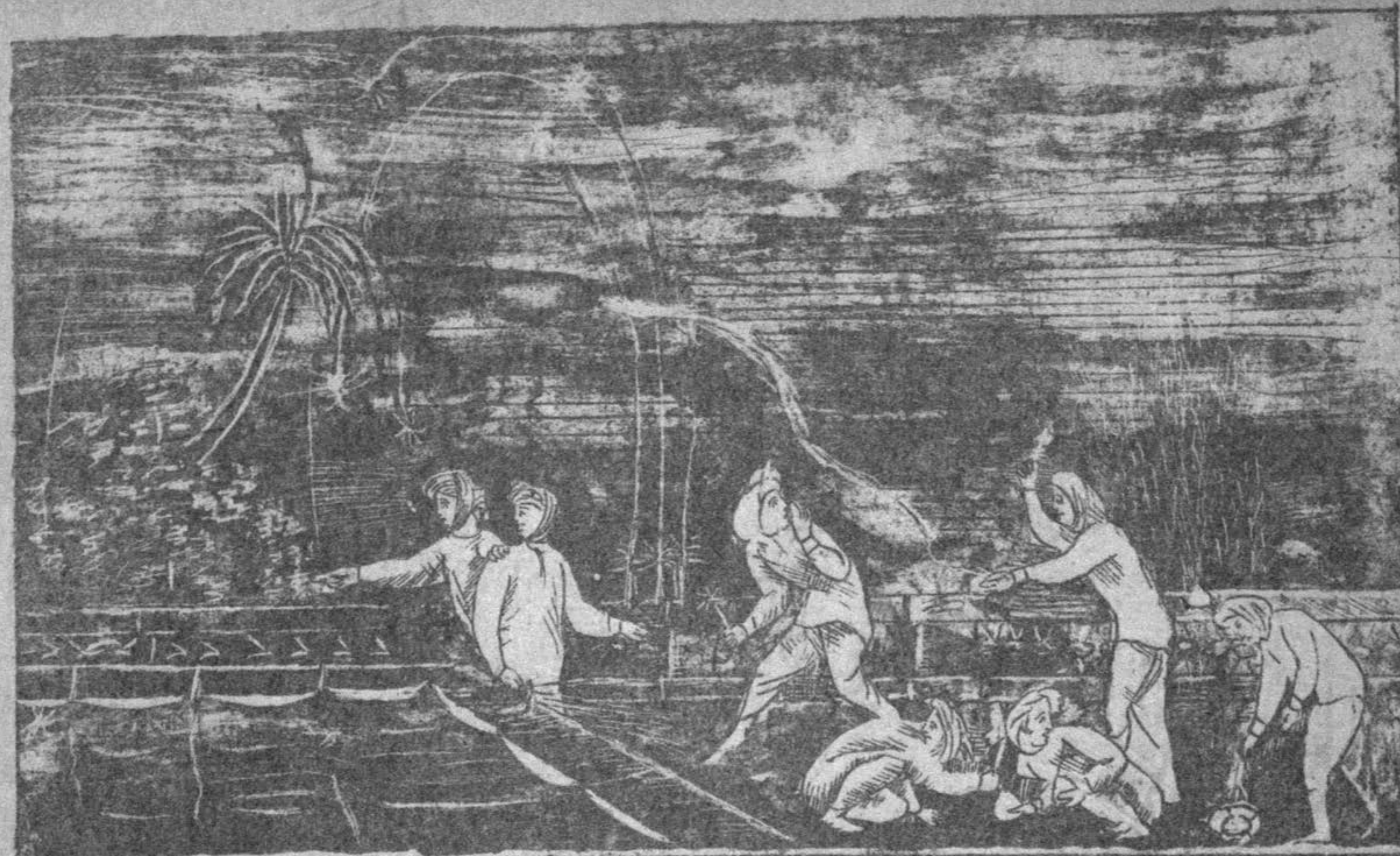
কালাবাঙ্গালী ।

দেখিস ছুঁশুনে লাট সাহেব বোলেছে
আমাদের গোরাবিবী কোরে দেবে,

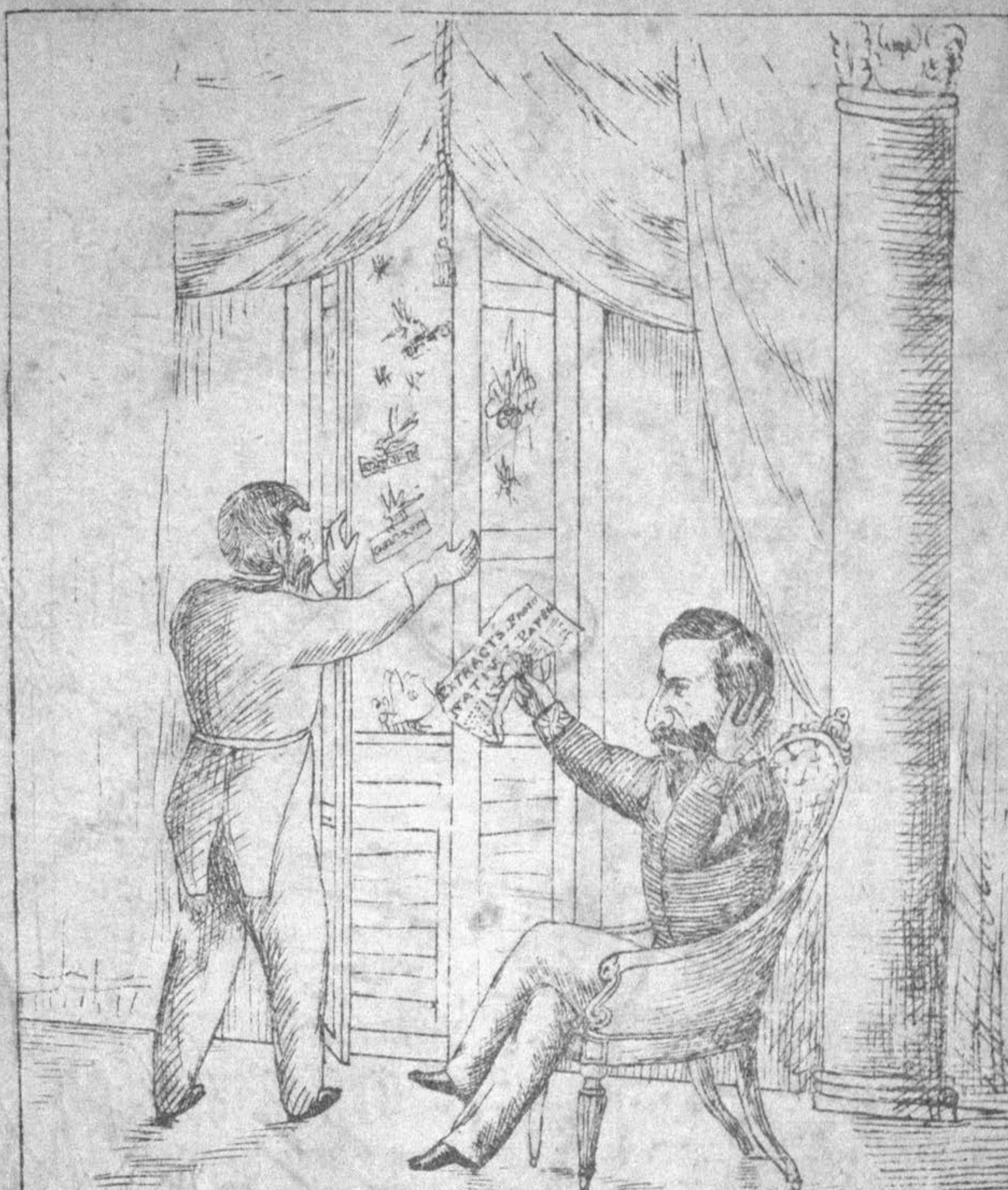


কলেজ রিইউনিয়ন।

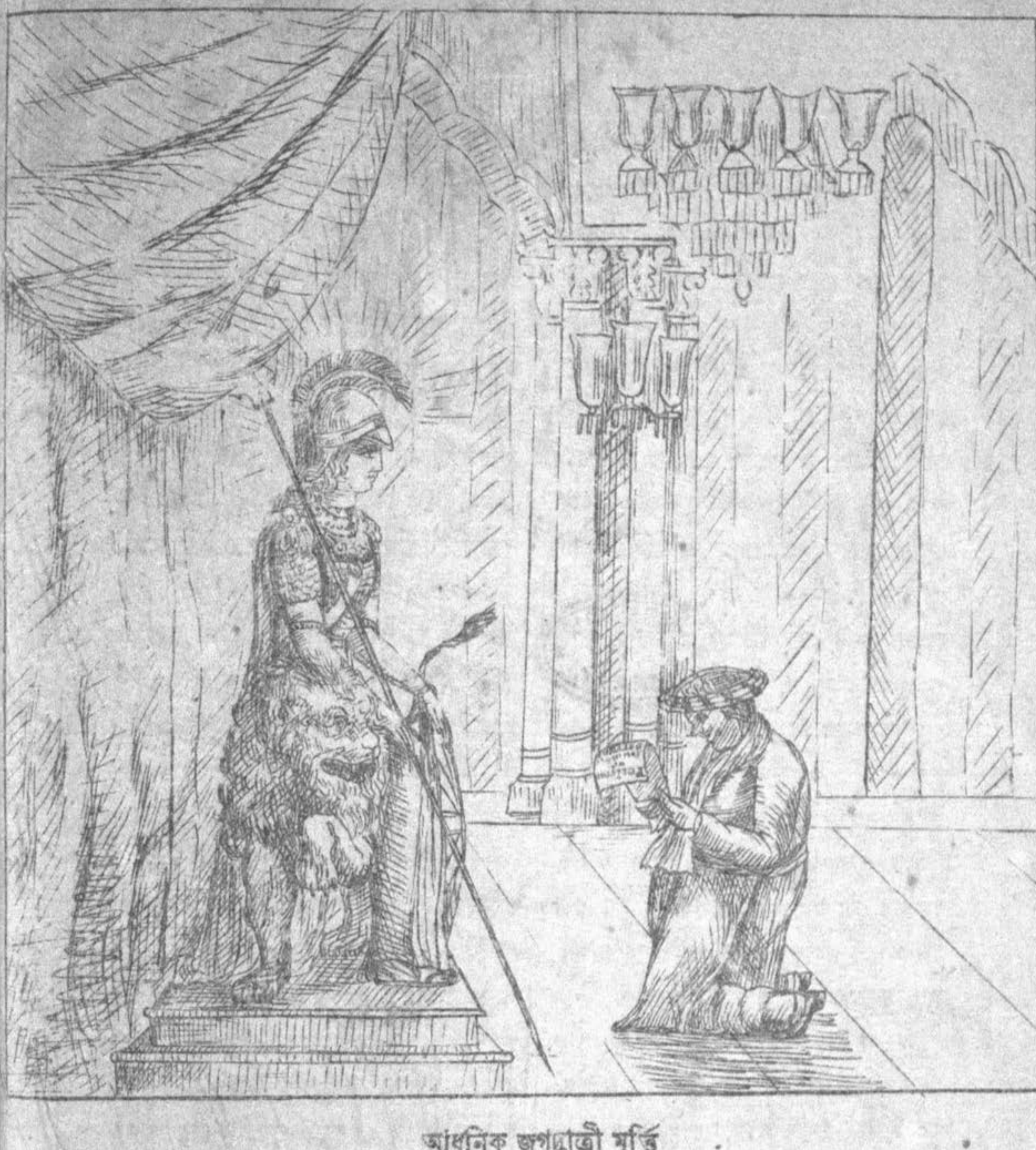
"আস্তে আজ্ঞা হোক মহাশয় ভাল আছেন ?"



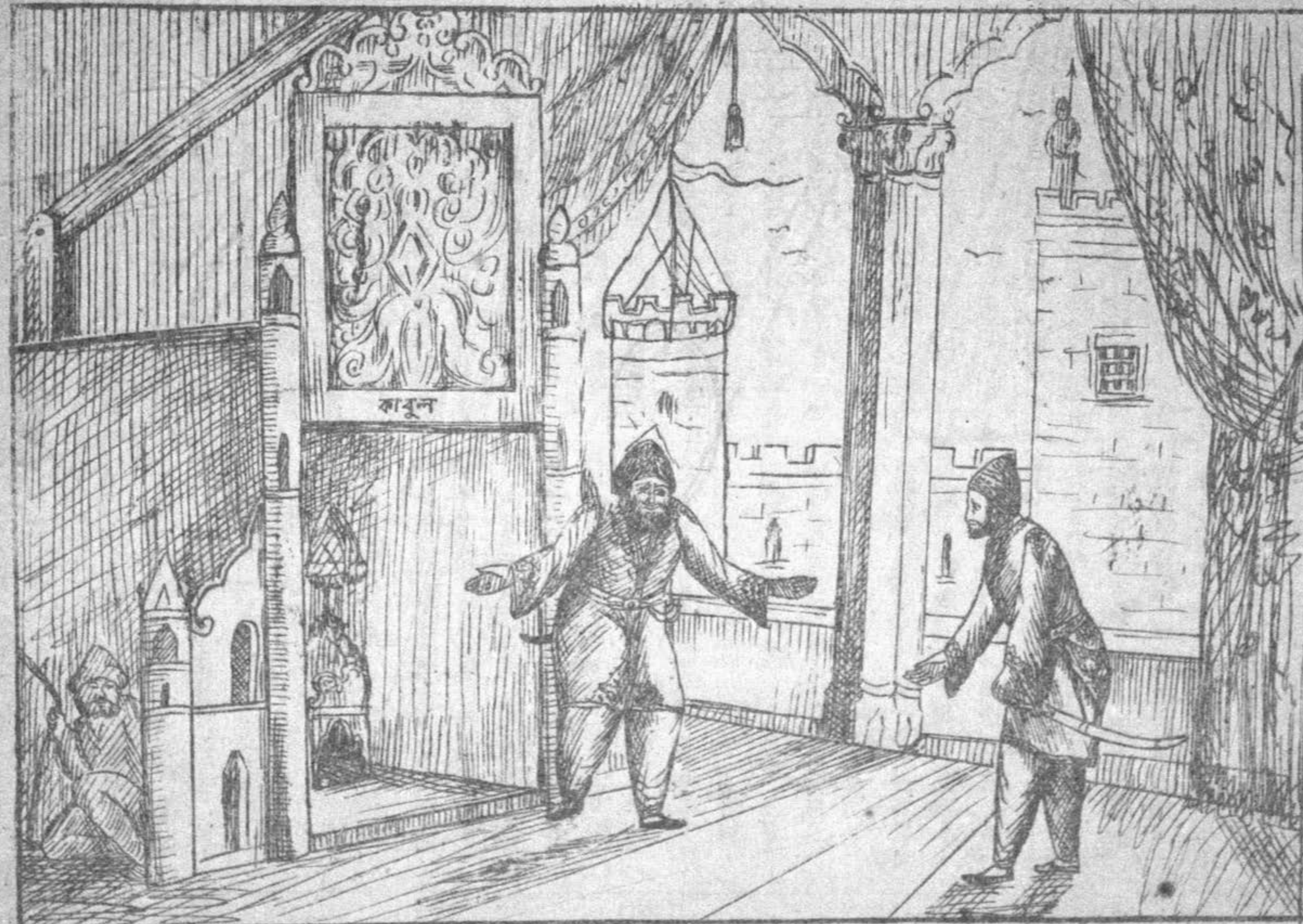
দেবালি রাত্র—
বাজির ধূম



ছোটকর্ত্তা " আরে ভন্‌ভনানিতে আর বাঁচা যায় না৹
আজ থেকে ঐ দ্বারটা বন্ধ কোরে দেও। যত ইচ্ছে বাহিরে
ভন্‌ভন্‌ করুগ্‌গে।"



আধুনিক জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি
"ধনং দেহি
মানং দেহি
ইত্যাদি কমললোচনে।"



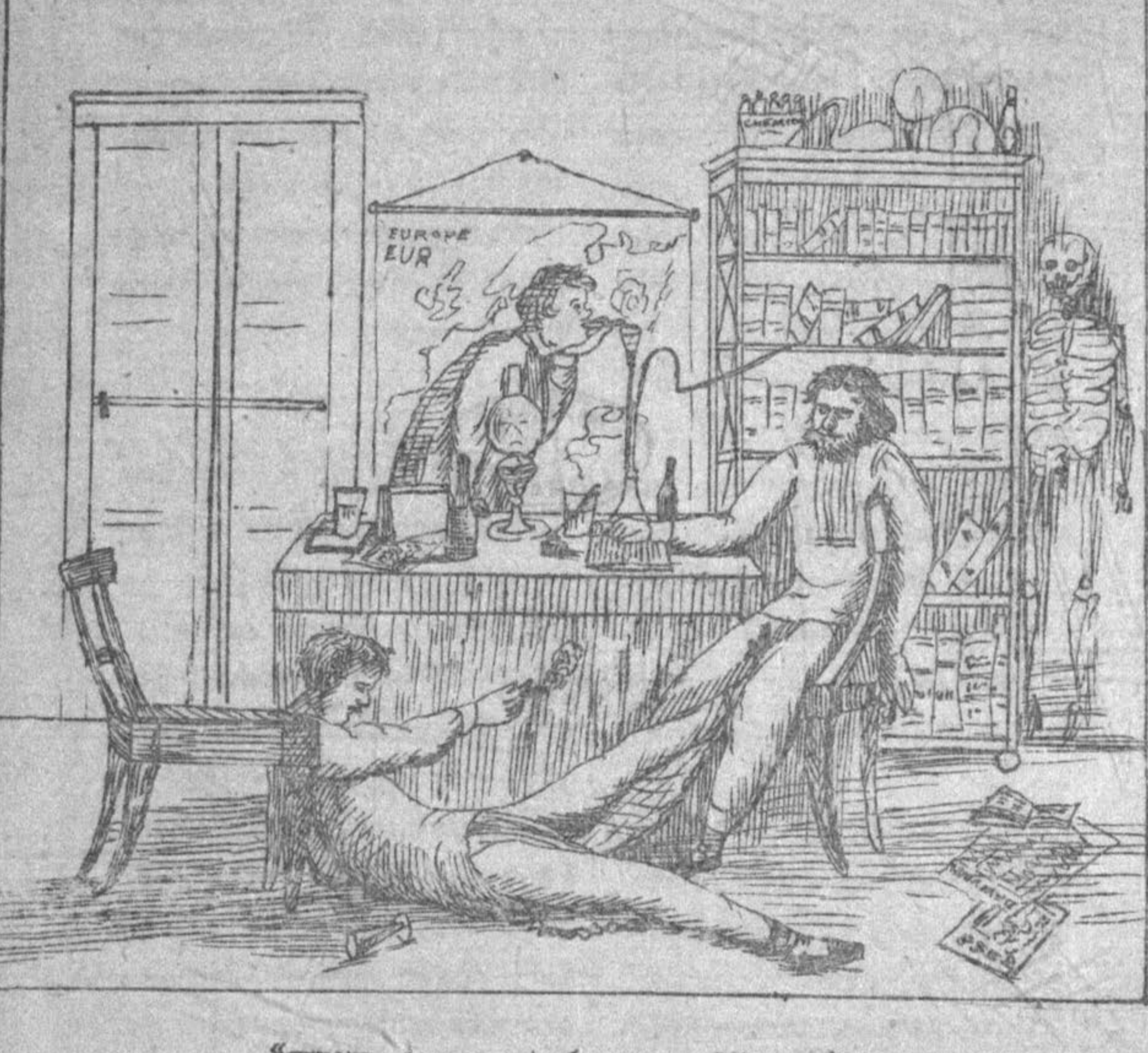
সি-আ-" এস বাবা এস ".



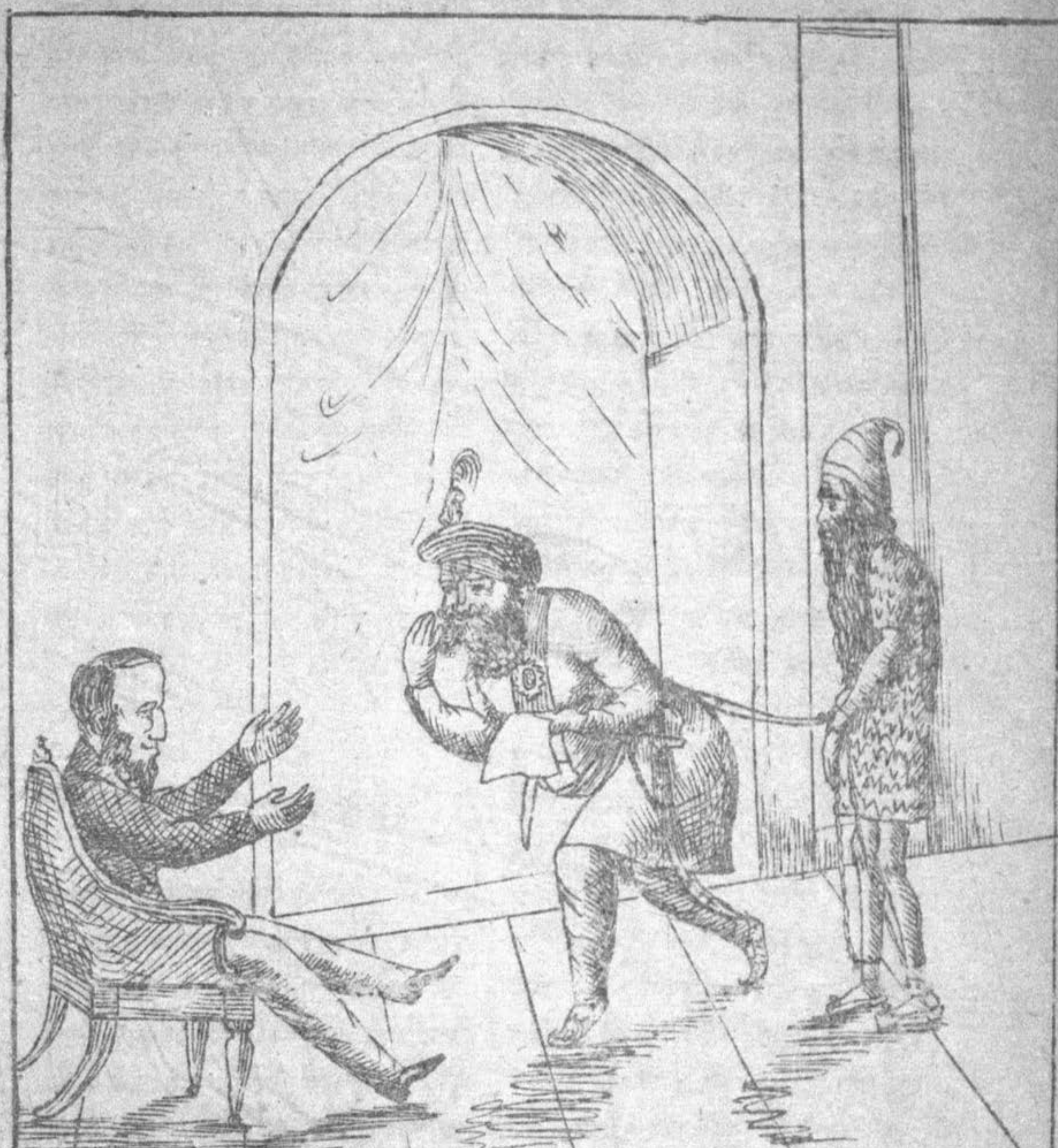
মৎস্য ধরিবার উৎকৃষ্ট সময়।

"জানিস রামা বরষা হয়েছে রোদ আছে আর বৃষ্টি হচ্চে, আজ বড় মাছ ধরবার সুখ হবে—মাছ খাচ্চে ছাতাটা সোরিয়ে নে।"

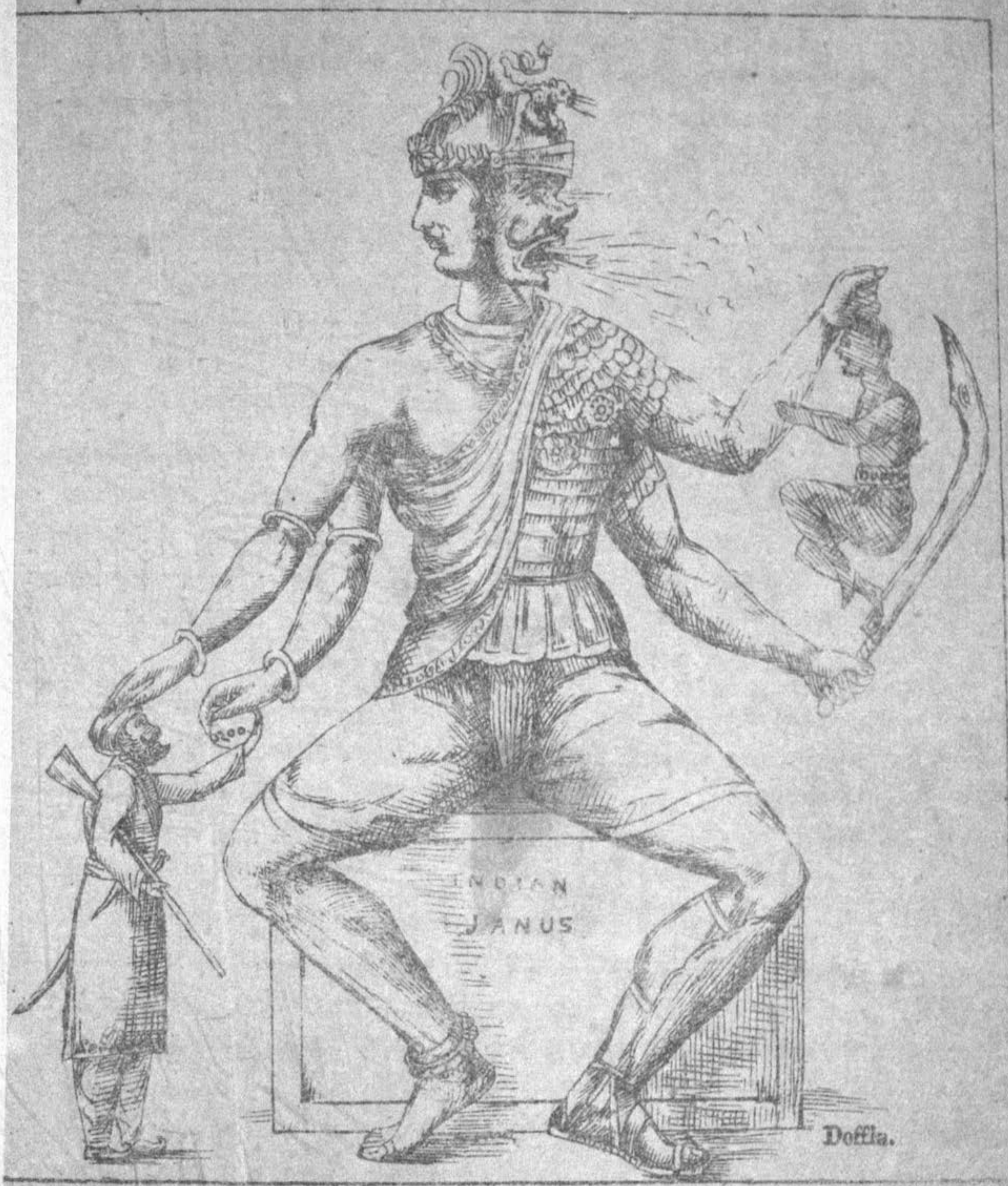
রামা "আজ্ঞা আমি অনেক্ষণ সোরিয়ে নিয়েছি।"



"আপেল থেকে মধ্যাকর্ষণেরযে আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছিল তাহার কোন ভুল নাই, কারণ অদ্যাবধি আপেলের রস পেটে পোড়্লেই মধ্যাকর্ষণ জ্ঞান হয়।"



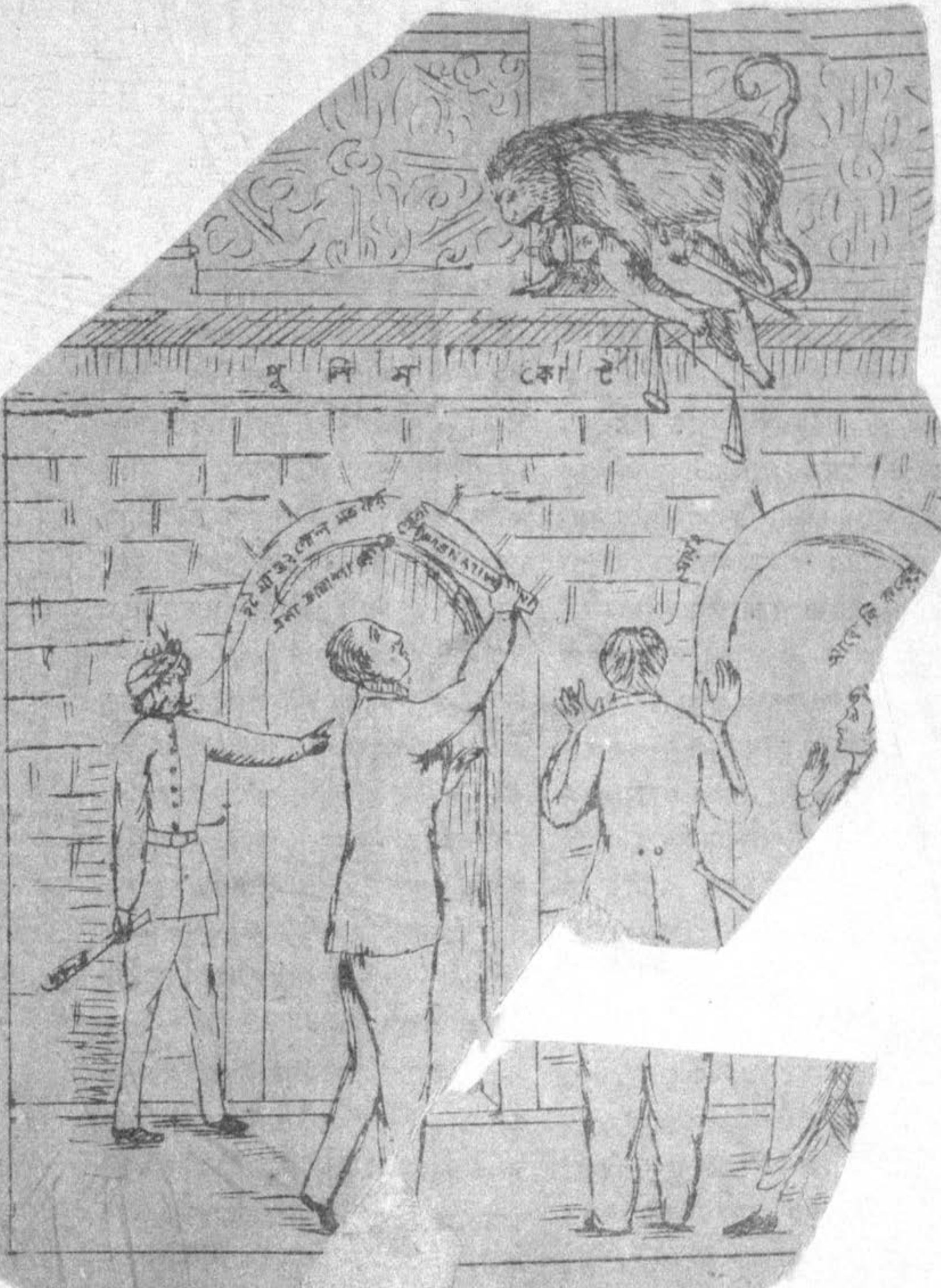
টিক্‌টিকি পুলিসের নূতন উমেদার—



Affriedee.



Le Roi est Mort !!!



পুলিসের নিত্য তাম


MANCHESTER



Vide L



Black T.B. Bengal Pariah, warranted to worry
out [illegible] Keeper could be
@ B P or B I S.